প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৪ ❖ ৩০ জানুয়ারি - ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার
(৩০ জানুয়ারি, ২০২২)

ডিজিটাল যুগে
শিশুদের সাথে পথচলা

বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস
(২ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)

সন্ন্যাসব্রত জীবন ও প্রয়োজনীয়তা

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত জোসেফ কমল রড্রিক্স

জন্ম: ১২ আগস্ট, ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

"হে প্রভু আমাদের প্রাণপ্রিয় বাপ্পি প্রয়াত জোসেফ কমল রড্রিক্সকে তোমার চরণে রেখে পরম শান্তি ও বিশ্রাম প্রদান কর।"

বাপ্পি,

২০২১ খ্রিস্টাব্দ আমাদের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও বিষাদময় বছর। কেননা গত ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বিকাল ৩:১৫ মিনিটে তুমি পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেলে না ফেরার দেশে। রেখে গেলে তোমাকে না পাওয়ার বেদনা। তুমি নেই, একথা ভাবলেই ভেসে উঠে তোমার মুখখানি মনের কোণায়।

তুমি ছিলে আমাদের পথ চলার পাথেয়। গানের পাখি ছিলে তুমি। তাইতো তুমি যিশুখ্রিস্টের জন্মোৎসব ও কষ্টের গানসহ অনেক ধর্মীয় গানের কথা, সুর, কণ্ঠ ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছো। তাছাড়া, তুমি ছিলে "নজরুল পদক ২০১৮ প্রাপ্ত জাতীয় গ্রেডে একজন একনিষ্ঠ নজরুল গীতি শিল্পী"। তোমাকে নিয়ে আমরা গর্ব অনুভব করতাম।

তোমার অফুরন্ত স্নেহ, ভালবাসা, মনোবল সব সময়ই প্রেরণা যুগিয়েছে।

বাপ্পি, বেদনা রয়েই গেল, তোমাকে শেষ মুহূর্তেও দেখতে পেলাম না। যেহেতু, আমরা দু'ভাই-বোন দেশের বাইরে অবস্থানরত। ভাল থেকো তুমি। স্বর্গ থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার আদর্শে চলতে পারি। ঈশ্বর, আমার বাপ্পিকে আগলে রেখো।।

– তোমার আদরের

প্রিসিলা রড্রিক্স (মৌ)
এনজেল পল রড্রিক্স (আবির)
ক, ১১৭/৫, দক্ষিণ মহাখালী, ঢাকা-১২১২

বিজ্ঞ/৩৩/২০২২

দশম মৃত্যুবার্ষিকী

ম্যাগডেলিনা কস্তা

জন্ম: ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৫ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ
পাগার ধর্মপল্লী, টঙ্গী-গাজীপুর

স্মৃতিতে অম্লান তুমি

"সদা হেসে বলতে কথা, দিতে না প্রাণে ব্যথা,
মরণের পরে হলে, বেদনার স্মৃতি গাঁথা"।

মা, তুমি নেই আমাদের মাঝে আজ দশ বছর। কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তেই তোমার অনুপস্থিতি আমরা উপলব্ধি করি। তুমি ছিলে আমাদের ছায়া হয়ে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছি তোমার অপার স্নেহ, ভালবাসা। আজও তোমার প্রতিটি কাজকে স্মরণ করে মনের অজান্তেই কেঁদে ফেলি। আমরা বিশ্বাস করি প্রেমময় ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গে স্থান দিয়েছেন। তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো, আমরা যেন তোমার আদর্শে ভালো মানুষ হয়ে, তোমার মতো সেবাকাজ করতে পারি।

তোমার স্নেহধন্য,
রাফায়েল পিউরিফিকেশন, দিপ্তী গমেজ ও পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/৩১/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ০৪
৩০ জানুয়ারি - ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
১৬ - ২২ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা
ছনি মজেছ রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ভালোবাসার জীবনের কেন্দ্রে যিশু ও শিশু

শিশুরা পরিবারের আনন্দ ও সম্পদ। পিতামাতার ভালোবাসার ফসল শিশুকে পরিবারে ভালোবাসা দিয়েই ঘিরে রাখা হয়। কেননা এই শিশুরাই বড়দের স্বপ্নের উত্তরাধিকার, সমাজ ও জাতির কর্ণধার। তাই পরিবারের সাথে একাত্ম হয়ে মণ্ডলীও শিশুদের সঠিক যত্ন, শিক্ষা ও ভালোবাসা দিয়ে গড়ে তুলতে বিশেষ মনোযোগী। প্রতি বছর সাধারণকালের চতুর্থ রবিবারে সমগ্র মণ্ডলীতে 'শিশুমঙ্গল রবিবার' উদ্‌যাপন করা হয়। এ বছর তা পালিত হবে ৩০ জানুয়ারি। 'শিশুমঙ্গল রবিবার' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যটি সামনে এনে মাতামণ্ডলী শিশুদের প্রতি তার দরদ, সম্মান ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটায়। একই সাথে সকলের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে শিশুদের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব পালন ও আদর্শ দানের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে। তাই শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন মণ্ডলীর পালকীয় সেবাকাজে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে উঠুক। প্রাতিষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিকভাবে অনেকেই শিশু গঠনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এই নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের সাথে আরো অনেক নতুন নতুন ব্যক্তি শিশু গঠনে জড়িত হোক।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে শিশুদের গঠনের কথা যেমন চিন্তা করা হয় এবং তাদের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া হয় তেমনি যিশুকে আদর্শ মেনে যারা উৎসর্গীকৃত জীবনে নিবেদিত তাদের কথাও গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করা হয়। কেননা তারা আত্মত্যাগের মন্ত্রে অর্থাৎ দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্যের ব্রতে বিভূষিত হয়ে ঈশ্বর ও মানব সেবায় নিজেদেরকে বিলিয়ে দেন। এ ব্রতসমূহ যারা সচেতনভাবে বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেন তাদের মধ্যে নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয় এবং ত্যাগময় ও ধ্যানময় জীবনের মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে। নিবেদিত জীবনে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের ধ্যান-প্রার্থনা হবে তাদের জীবনগুরু যিশুর মত হতে চাওয়া যাতে করে তাদের সকল কর্মে তারা যিশুকে দিতে পারেন।

যিশুর মন্দিরে নিবেদন পর্বের দিন অর্থাৎ ২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস পালন করা হয়। যাতে করে সন্ন্যাসব্রতীগণ জীবনের নিবেদন বোধ সম্পর্কে আরো সচেতন হয়ে যিশুর মতো নিবেদিত হতে পারেন। এই মহতী দিনটি সন্ন্যাসব্রতীগণ বিশেষ প্রার্থনা, নির্জন ধ্যান, আত্ম-মূল্যায়ন ও নানাবিধ অর্থপূর্ণ কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে পালন করেন এবং জীবন-ব্রতে বিশ্বস্ত থেকে ঈশ্বরের নামে কাজ করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে নতুনভাবে জীবন উৎসর্গ করতে সিদ্ধান্ত নবায়ন করেন।

খ্রিস্টমণ্ডলীতে সন্ন্যাসব্রতীগণ আত্মনিবেদনের মধ্যদিয়ে তাদের সেবাকাজ করে থাকেন। ফাদার, ব্রাদার, সিস্টারগণ যারা ঈশ্বরের চরণে নিজেদেরকে পরিপূর্ণভাবে নিবেদন করতে পারেন তারা তাদের সেবা কাজে তত বেশি সার্থক ও সফল। নিজেরে পোড়ায়ে প্রদীপ যেমন আলো করে বিকিরণ কিংবা গোলাপ যেমন নিজেকে নিঃশেষ করে তার সৌন্দর্য ও সুগন্ধ দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করে তেমননিভাবে ব্রতধারীগণ নিজেদেরকে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় বিলীন করে দিয়ে সন্ন্যাস জীবনের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে পারেন। যিশু স্বর্গে যাওয়ার পূর্বে শিষ্যদের আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তোমরা পৃথিবীর সর্বত্র যাও আর বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার। যিশুর এই আদেশ অনুসরণ করে খ্রিস্টমণ্ডলীতে সন্ন্যাসব্রতীগণ আত্মনিবেদনের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টের বাণী প্রচার করে যাচ্ছেন। তাছাড়া তারা বিভিন্ন প্রৈরিতিক সেবা দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এই সেবা দানের মাধ্যমে তারা খ্রিস্টীয় মূল্যবোধে মানুষের জীবন গঠনে সহায়তা করে যাচ্ছেন। তাদের নিরলস সেবায় রয়েছে ঈশ্বর ও মানুষের ভালোবাসা। আসলে নিজেকে নিঃস্ব করলে ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় এই জীবনের স্বাদ আরো বেশি করে আস্বাদন করা যায়। সন্ন্যাসব্রতীদের অবিরাম চেষ্টা থাকা দরকার প্রভু যিশুর ভালোবাসা ধারণ করে তা অন্যদের সাথে সহভাগিতা করা এবং মানুষের হৃদয়ের কাছে আসা।

সন্ন্যাসব্রতীগণ অন্যদের কাছে আদর্শ; বিশেষভাবে শিশুদের কাছে। বাংলাদেশ মণ্ডলীতে ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার, শিশুমঙ্গল এনিমেটরগণ শিশুদের গঠন দানে বা দিক নির্দেশনা দানে সদা তৎপর। তবে শিশুদের সাথে কাজ করতে গিয়ে যেন অহংকারবোধ ও স্বার্থপরতা না আসে। শিশুদের সাথে পথ চলতে হলে সকলকে শিশুসুলভ মানসিকতা নিয়ে চলতে হবে। সন্ন্যাসব্রতীরা যদি শিশুদের মতো সহজ-সরল, নম্র ও পবিত্র জীবন-যাপন করে এবং শিশুদের মনোভাবের সাথে তাল মিলিয়ে তাদের মতো করে চিন্তা করে কাজ করেন তাহলে তারা লাভ করবেন জীবনে আত্মতৃপ্তি ও ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং অনুগ্রহ। প্রৈরিতিক কাজে শিশুদের প্রতি যিশুর অপার মমতার ও স্নেহের কথা শুনতে পাই, "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও কারণ শিশুদের মতো সরল যারা স্বর্গরাজ্য যে তাদেরই *(মথি ১৯:১৪)*।" সন্ন্যাসব্রতীদের সুন্দর জীবন ও নিঃস্বার্থ সেবাদানে বাংলাদেশে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে শিশু গঠনের কাজ আরো বেগবান হয়ে ওঠুক। সন্ন্যাসব্রতীগণ শিশু গঠনের কাজে আরেকটু বেশি মনোনিবেশ করুন। †

তিনি তাদের বললেন,'তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে এই প্রবাদ শুনিয়ে বলবে, চিকিৎসক, নিজেকেই নিরাময় কর; কাফার্নাউমে যা যা সাধন করা হয়েছে বলে শুনেছি, এখানে, নিজের দেশেও তা সাধন কর।

- লুক ৪:২৩

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

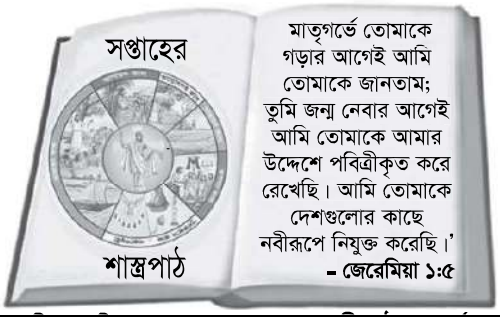

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
৩০ জানুয়ারি - ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

৩০ জানুয়ারি, রবিবার
জেরে ১: ৪-৫, ১৭-১৯, সাম ৭১: ১-৬, ১৫, ১৭, ১ করি ১২: ৩১—১৩: ১৩ (সংক্ষিপ্ত ১৩: ৪-১৩), লুক ৪: ২১-৩০
পবিত্র শিশুমঙ্গল

৩১ জানুয়ারি, সোমবার
সাধু জন বস্কো, যাজক, স্মরণ দিবস
২ সামু ১৫: ১৩-১৪, ৩০; ১৬: ৫-১৩, সাম ৩: ১-৬, মার্ক ৫: ১-২০

১ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
২ সামু ১৮: ৯-১০, ১৪, ২৪-২৫, ৩১-১৯:৩, সাম ৮৬: ১-৬, মার্ক ৫: ২১-৪৩

২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
প্রভুর নিবেদন পর্ব
মালা ৩: ১-৪ (বিকল্প হিব্রু ২: ১৪-১৮), সাম ২৩: ৭-১০, লুক ২: ২২-৪০ (সংক্ষিপ্ত ২: ২২-৩২)

৩ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
সাধু ব্লেইস, বিশপ ও ধর্মশহীদ / সাধু এঙ্গার, বিশপ
১ রাজা ২: ১-৪, ১০-১২২: ১-৪, ১০-১২, গীতিকা ১ বংশা ২৯: ১০-১২, মার্ক ৬: ৭-১৩
অথবা সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
গালা ৬: ১৪-১৬, সাম ১২৬: ১-৬, মথি ১০: ২৬ক, ২৮-৩৩

৪ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
বেন সিরা ৪৭: ২-১১, সাম ১৮: ৩০, ৪৬, ৪৯-৫০, মার্ক ৬: ১৪-২৯

৫ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
সাধ্বী আগাথা, কুমারী, ধর্মশহীদ, স্মরণদিবস
১ রাজা ৩: ৪-১৩, সাম ১১৯: ৯-১৪, মার্ক ৬: ৩০-৩৪
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
১ করি ১: ২৬-৩১, সাম ৩১: ১-২, ৫-৭, ১৬, ২০, মার্ক ১৪: ৩-৭, ৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩০ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৯৮ ফাদার আন্দ্রে পিকার্ড সিএসসি

৩১ জানুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৬৮ সিস্টার মেরী রীতা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৮ সিস্টার মার্গারেট মুর্মু সিআইসি (দিনাজপুর)

১ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৭ ব্রাদার আব্রাহাম বেক (দিনাজপুর)
+ ১৯৬১ ফাদার লুইস ফোনো সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফাদার এডওয়ার্ড ম্যাসাট সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফাদার টেরেন্স ডি. কেনার্ক সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফাদার বার্টল্ড রড্রিকস (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সিস্টার এলেক্সিজ আর্সেনেল সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ ফাদার জেরোম মানখিন (ময়মনসিংহ)
+ ২০১৭ ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)

২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৫৭ ব্রাদার এলড্রিক যোসেফ ডেনিস সিএসসি
+ ১৯৬৪ ফাদার হেরল্ড ব্রিন সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৪ ফাদার অভিদিও নেভলনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৯ ফাদার লিও গমেজ (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ সিস্টার মেরী ক্লেয়ার পিসিপিএ

৩ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৮ ফাদার এন্ড্রু সার্ভেট ওএমআই (ঢাকা)
+ ২০০৩ সিস্টার মেরী এলজিয়ার আরএনডিএম (ঢাকা)

৪ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৭৫ ফাদার লিউনিদাস মোর সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফাদার ফাউস্তিনো চেসকাতো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৭ ফাদার বিমল জে. রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সিস্টার আসোন্তা রোজারিও সিআইসি (দিনাজপুর)

৫ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৭৯ ফাদার পাওলো কার্নভেলে পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৫ সিস্টার ইলিয়া জেনেত্তি এসসি (দিনাজপুর)

ধারা - ৩

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

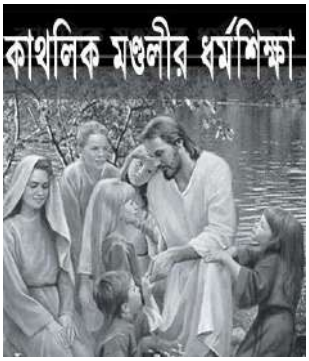

খ্রীষ্টপ্রসাদ স্থাপন

১৩৩৭: প্রভু, যাদেরকে আপনজনরূপে ভালবেসেছেন, তাদেরকে শেষ পর্যন্তই তিনি ভালবাসলেন। এই জগৎ ছেড়ে পরমপিতার কাছে চলে যাবার সময় এসেছে জেনে, তিনি ভোজের সময় শিষ্যদের পা ধুয়ে দিলেন এবং ভালবাসার আদেশ দিলেন। শিষ্যদের নিকট এই ভালবাসার অঙ্গীকার রেখে যাবার জন্য, আপনজনদের কখনও ছেড়ে না যাবার জন্য এবং তাঁর নিস্তরণ-ঘটনায় তাদের সহভাগী করার জন্য, তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের স্মরণার্থে তিনি খ্রীষ্টপ্রসাদ স্থাপন করলেন, এবং তিনি পুনরাগমন না করা পর্যন্ত সেই অনুষ্ঠান করতে প্রেরিতশিষ্যদের নির্দেশ দিলেন: "এভাবে তিনি তাদেরকে নবসন্ধির যাজকরূপে প্রতিষ্ঠা করলেন।"

১৩৩৮: সদৃশ-সুসমাচারত্রয় ও সাধু পলের রচনাবলী খ্রীষ্টপ্রসাদ স্থাপনের বিবরণ আমাদের প্রদান করেছে; সাধু যোহন, তার দিক থেকে, কাফার্নাউমের সমাজগৃহে যীশুর বাণীই খ্রীষ্টপ্রসাদ স্থাপনের পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে দেখেন: খ্রীষ্ট নিজেকে স্বর্গ থেকে নেমে-আসা জীবনময় রুটিরূপে অভিহিত করেন।

১৩৩৯: কাফার্নাউমে যীশু যা ঘোষণা করলেন তা পূর্ণ করতে তিনি তাঁর নিস্তার-ভোজের সময়টি বেছে নিলেন: তাঁর দেহ ও রক্ত শিষ্যদের দান করলেন:

সেই খামিরবিহীন রুটির দিন এল, যেদিন পাস্কা মেষশাবক বলি দেবার নিয়ম ছিল। তখন যীশু এই বলে পিতর ও যোহনকে পাঠালেন,'তোমরা গিয়ে আমাদের জন্য ব্যবস্থা কর.. তারা গিয়ে.. পাস্কা ভোজের ব্যবস্থা করলেন। পরে, সময় এলে তিনি ভোজে আসন নিলেন এবং প্রেরিতদূতেরা তাঁর সঙ্গে। তখন তিনি তাদের বললেন,'আমি একান্তই বাসনা করেছি আমার যন্ত্রণাভোগের আগে তোমাদের সঙ্গে এই পাস্কা ভোজে বসব; কেননা আমি তোমদের বলছি, যতদিন না এই ভোজ ঈশ্বরের রাজ্যে পূর্ণতা লাভ করে, ততদিন আমি এই ভোজে আর বসব না.. পরে তিনি একখানা রুটি গ্রহণ করে নিয়ে ধন্যবাদ-স্তুতি জানিয়ে তা ছিঁড়ে এই বলে তাদের দিলেন,'এই আমার দেহ, যা তোমাদের জন্য নিবেদিত; তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।' তেমনি ভোজ শেষে তিনি পানপাত্রটা গ্রহণ করে নিয়ে বললেন,"এই পানপাত্র আমার রক্তে স্থাপিত নবসন্ধি, যে রক্ত তোমাদের জন্য পাতিত।'

১৩৪০: নিস্তার-ভোজের সময় শিষ্যদের সঙ্গে শেষভোজ অনুষ্ঠান ক'রে, যীশু ইহুদি নিস্তারভোজের সুনির্দিষ্ট অর্থ দান করলেন। যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান দ্বারা পিতার কাছে চলে যাওয়া এই নতুন নিস্তরণ যীশুর শেষভোজে পূর্বেই সূচিত হয় এবং অনুষ্ঠিত হয় খ্রীষ্টপ্রসাদে, যা ইহুদী নিস্তার-ভোজের পূর্ণতা এনে দেয় ও স্বর্গরাজ্যের মহিমায় খ্রীষ্টমণ্ডলীর চূড়ান্ত নিস্তরণ-ঘটনার পূর্ব-বাস্তবায়ন ব্যক্ত করে।

"আমার স্মরণে এই অনুষ্ঠান করবে"

১৩৪১: "তাঁর না-আসা পর্যন্ত" যীশুর কাজ ও কথা পুনরায় অনুষ্ঠান করার আদেশ শুধুমাত্র যীশু ও তিনি কি করেছেন তা স্মরণ করারই আদেশ নয়। বরং প্রেরিতদূত ও তাদের উত্তরাধিকারীগণ দ্বারা সেই উপাসনা-অনুষ্ঠান করার নির্দেশ, যা হচ্ছে খ্রীষ্টের স্মারক-অনুষ্ঠান, তাঁর জীবন, তাঁর মৃত্যু, তাঁর পুনরুত্থান এবং পিতার সামনে তাঁর আবেদনের অনুষ্ঠান॥

“মানব সভ্যতা ও মানবিকতা রক্ষায় সন্তান গ্রহণ ও লালন-পালনের কোন বিকল্প উপায় নেই”– পোপ ফ্রান্সিসের উদ্বিগ্ন বার্তা।

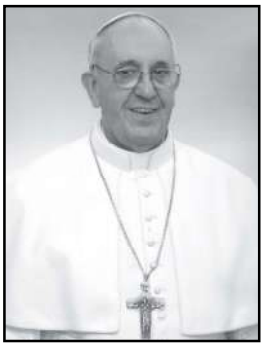

গত ৫ জানুয়ারি ছিল ২০২২ খ্রিস্টবর্ষের প্রথম বুধবার তথা পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের সর্ব সাধারণের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিন। প্রতি বুধবার দিন তিনি সর্ব সাধারণের জন্য একেকটি বিষয় নিয়ে শিক্ষা দিয়ে থাকেন বা কথা বলেন, যাকে ইংরেজীতে Papal General Audience বলা হয়ে থাকে। সর্ব সাধারণের সঙ্গে সাক্ষাতের এই প্রথম দিনে পুণ্যপিতা তাঁর বাণীতে মানব সভ্যতা ও মানবিকতা রক্ষায় সন্তান গ্রহণ ও উপযুক্ত পরিবেশে লালন-পালনের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এ দিন তিনি বিশ্ব মানব জাতির প্রতি যে বার্তাটি অতি উদ্বেগের সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন তা হলো মানুষ যদি শিশু সন্তানের পরিবর্তে কুকুর-বিড়াল লালন-পালনে অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠে তবে মানব সভ্যতা হারিয়ে যাবে। সেজন্য তিনি দম্পতিদের আহ্বান জানিয়েছেন তারা যেন পিতা-মাতা হওয়ার ঝুঁকি গ্রহণে ভয় না পান।

শিশু সন্তান গ্রহণ ও লালন-পালনে কোন কোন দম্পতিদের আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করে তিনি বলেন, “অনেক দম্পতিদের কোন সন্তান নেই কারণ তারা নিজেরা এটা চায় না। আবার অনেক দম্পতিদের মাত্র একজন বা দু'জন সন্তান রয়েছে কিন্তু তাদের অনেকেরই একাধিক কুকুর-বিড়াল রয়েছে যা তারা খুব যত্ন করে সন্তানের মতো লালন-পালন করেন”। তিনি আরো বলেন, “হ্যাঁ সত্যি বলছি, কুকুর-বিড়াল আমাদের সন্তানদের জায়গা দখল করে নিয়েছে। এটা শুনে খুব হাসি পায় কিন্তু এটাই বাস্তবতা। পিতৃত্ব ও মাতৃত্বকে অস্বীকার করার এই অশুভ প্রবণতা আমাদেরকে শেষ করে দিয়ে মানবতা ও মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিবে।”

খ্রিস্টীয় বিবাহের অন্যতম রহস্য ও সৌন্দর্য হলো প্রজননের প্রতি উন্মুক্ততা ও দায়িত্বশীল পিতা-মাতা হওয়া, যা ঈশ্বরের সৃষ্টিকাজে সক্রিয় অংশগ্রহণের চিহ্নস্বরূপ। খ্রিস্টীয় বিবাহের এই পরম্পরাগত শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পুণ্যপিতা বলেন,“উর্বর পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের অপচয় এক ধরণের স্বার্থপরতা যার ফলে মানব সভ্যতা পুরোনো হয়ে যায়, ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যায়”। সন্তান গ্রহণের ব্যাপারে পিতা-মাতাদের বিবেক ও চিন্তা যেন জাগ্রত হয় সে জন্য তিনি সাধু যোসেফের অনুগ্রহ ও সাহায্য কামনা করেছেন এবং বলেছেন যে,“একজন ব্যক্তির জীবনের পূর্ণতা হচ্ছে ফলপ্রসূ পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব”।

শারীরিক অসুস্থতা বা প্রাকৃতিক কারণে সন্তান জন্মদানে অক্ষম দম্পতিদের সন্তান দত্তক নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে পুণ্যপিতা বলেন,“এমন কিছু পরিবার রয়েছে, যেখানে শারীরিক ভাবে বিভিন্ন সমস্যাগত কারণে অনেক দম্পতি সন্তান ধারণ ও জন্মদানে অক্ষম। তবে সেই সমস্ত দম্পতিরা সন্তান দত্তক নিতে পারে। এ ব্যাপারে ত্রাণকর্তা প্রভু যিশুখ্রিস্টের পালক-পিতা যোসেফের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, “সাধু যোসেফের জীবন ও ঘটনাবলী আমাদেরকে পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব সম্পর্কে আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে সহায়তা করে এবং আমি বিশ্বাস করি এটা খুবই জরুরী বিষয় পিতৃত্ব সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার কারণ আমরা বাস করছি একটা ভয়াবহ অভিভাবকহীন সময়ে”।

অনাথ শিশুদের দত্তক নেওয়ার পক্ষে জোর দিয়ে তিনি বলেন, “কত শিশুরা অপেক্ষা করে আছে যে তাদেরকেও একজন না একজন যত্ন নিবেন। দত্তক নেওয়ার উপায়টি আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। একটি অনাথ শিশুকে স্বাগত জানানোর এটাই উপযুক্ত পথ ”। একই সুরে তিনি বলেন, “প্রাকৃতিক উপায়ে হোক বা দত্তক নিয়েই হোক সন্তান গ্রহণ ও লালন-পালন করা সর্বদাই একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তবে সন্তান গ্রহণ না করা আরো বেশী ঝুঁকিপূর্ণ আমাদের সমাজ, মণ্ডলী ও সভ্যতার জন্য”। তিনি আরো বলেন, “পিতৃত্ব-মাতৃত্বকে অস্বীকার করা অনেক বেশী ঝুঁকিপূর্ণ, হোক তা শারীরিকভাবে বা আধ্যাত্মিকভাবে। একজন পুরুষ বা নারী, যে ইচ্ছাকৃতভাবে তার নিজের মধ্যে পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের ভাব জাগিয়ে তোলে না, তারা মানব জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান থেকে বঞ্চিত হয়। দয়া করে আসুন, আমরা এটা নিয়ে আরেকবার গভীরভাবে চিন্তা করি”।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের এই সতর্কবার্তা, এই উদ্বিগ্নতা- আমাদের মানবজাতি তথা খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোর জন্য একটি চেতনার বাণী, নিজের পরিবার ও সমাজের দিকে তাকানোর জন্য একটি তাগিদ। তাই আসুন, আমরা সবাই মিলে পুণ্যপিতার এই উদ্বিগ্ন বার্তাকে আমলে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাই এবং আমাদের শিশুদের মানবীয় মর্যাদা, সুরক্ষা ও খ্রিস্টীয় গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করি।

তথ্যসূত্রঃ কর্তে মারিস,
কাথলিক নিউজ এজেন্সী,
ভাতিকান সিটি, ৫ জানুয়ারি, বুধবার ২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

অনুবাদে : ফাদার রোদন রর্বাট হাদিমা

পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার ২০২২ উপলক্ষে পিএমএস এর জাতীয় পরিচালকের বাণী

"এক শিশু জন্ম নিয়েছেন আমাদের জন্য,
এক পুত্র সন্তানকে দেওয়া হয়েছে আমাদের,
তাঁর কাঁধে রয়েছে আধিপত্য ভার,
তাঁর নাম রাখা হল 'আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা',
শক্তিশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ" *(ইসা: ৯:৫)*

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই-বোনেরা,

শান্তিরাজ মানবদেহ গ্রহণকারী ঈশ্বরপুত্র প্রভুযিশুর জন্মদিন শুভ বড়দিন এবং নববর্ষ ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সবাই মিলে খুব আনন্দ ও ব্যস্ততায় উদ্‌যাপন শেষে আমরা আবার খ্রিস্টীয় উপাসনা বর্ষের সাধারণকালে প্রবেশ করছি। এই সাধারণ কালের ৪র্থ রবিবার অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি আমরা পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার বা 'Holy Childhood Sunday' পালন করতে যাচ্ছি। এই শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপনে শিশু যিশুর অপার কৃপা ও ভালবাসার কোমল স্পর্শে সবার জীবনে বয়ে আনুক নতুন আশা, দেশ ও মণ্ডলীর সেবা করার নতুন চেতনা ও অনুপ্রেরণা।

"ওঠ: শিশুটি ও তাঁর মাকে সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যাও তুমি, আর আমি কিছু না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাক। কারণ হেরোদ শিশুটিকে মেরে ফেলবার জন্য শীঘ্রই তাঁর খোঁজ করতে শুরু করবে *(মথি ২:১৩)*।" শিশুযিশু ছিলেন একজন দুর্বল ও অক্ষম শিশু, যার সুরক্ষা দেওয়ার জন্য যোসেফ ও মারীয়ার অতি জরুরী প্রয়োজন ছিল কিন্তু এই শিশুটিই ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা, করুণা ও ন্যায্যতা পৃথিবীতে বয়ে এনেছিল। শিশুরা দুর্বল ও অক্ষম হলেও তারা আমাদের বোঝা নয়। প্রত্যেকটি শিশুই পিতা-মাতাদের জন্য একটি মূল্যবান উপহার এবং ঐশ আশীর্বাদের চিহ্ন। পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার উদ্‌যাপন আমাদেরকে এই বাস্তব সত্য ও মাণ্ডলিক শিক্ষা এবং শিশুদের প্রতি আমাদের দায়িত্বশীল আচরণকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিগত বছরগুলিতে বিশ্ব মহামারির ভয়াল থাবায় আমরা সবাই অনেক কষ্ট, হতাশা ও দুর্দশার মধ্যে ছিলাম। এর মধ্যেও আমরা ব্যক্তি জীবনে, পরিবার ও মণ্ডলীগত ভাবে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরের অনেক অনুগ্রহ ও সুরক্ষা পেয়ে ধন্য হয়েছি। এই নতুন খ্রিস্টবর্ষ ২০২২ আমাদের জন্য অনেক সম্ভাবনা, আশা ও নতুন সেবা-দায়িত্বের আহ্বান নিয়ে হাজির হয়েছে। আসুন, আমরা আমাদের শিশুদের মানবিক মর্যাদা, সুরক্ষা ও আধ্যাত্মিক যত্নে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ শুরু করি।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিশপগণের একটা সিনড আহ্বান করেছেন এবং ঐ সিনডে খ্রিস্টমণ্ডলীর সকলের অংশগ্রহণ ও সবার অবদান রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। খ্রিস্টের অতিন্দ্রিয় দেহরূপ মণ্ডলীর মিলন-সমাজে পবিত্র আত্মার সক্রিয় উপস্থিতি এবং ঐশ জনগণের মিশনারী যাত্রায় সবাইকে একসঙ্গে পথ চলতে তিনি আহ্বান করছেন। মণ্ডলীতে সব সময়ই শিশুদের একটি আলাদা মর্যাদা ও স্থান রয়েছে। মণ্ডলীর প্রেরণ কাজ ও সেবা দায়িত্বে শিশুরা অনেক অবদান রেখেছে এবং প্রতিনিয়ত রাখছে। তাই তারাও এই সিনডীয় মণ্ডলীর বাইরে থাকতে পারে না। আর এ জন্যই এবারের শিশুমঙ্গল রবিবারের মূলসুর হিসাবে আমরা বেছে নিয়েছি পুণ্যপিতার দেওয়া সেই মূলভাব: "সিনডীয় মণ্ডলীতে শিশুরা: মিলন, অংশগ্রহণ এবং প্রেরণ দায়িত্ব"।

আমাদের শিশুদের ধর্মশিক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধ ও সুষম মানবিক গঠনদানে পিতামাতার পাশাপাশি ধর্মপল্লীর স্থানীয় শিশু এনিমেটরগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তাদের স্বেচ্ছা সেবাকাজ সত্যিই অতুলনীয় এবং প্রশংসার দাবিদার। পুণ্যপিতার শিশুমঙ্গল দপ্তরের পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাথে সাথে সকল পাল-পুরোহিত, সহকারি পালপুরোহিত, ব্রাদার-সিস্টার, কাটেখিস্ট ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কৃতজ্ঞতাসহ স্মরণ করছি, যারা সারা বছর কঠোর পরিশ্রম করে বাংলাদেশ মণ্ডলীর শিশুমঙ্গল কার্যক্রমে নিজেদের শ্রম ও মেধা বিলিয়ে দিয়েছেন। ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের পবিত্র শিশুমঙ্গল দপ্তরের জন্য আপনাদের দান সংগ্রহের পরিমাণ ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক নিম্নে প্রদান করা হল:

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ	১৯৩,২১১.০০
চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ	২২,৪১৫.০০
খুলনা ধর্মপ্রদেশ	৩০,৬৬৬.০০
দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ	৪৫,৫০০.০০
ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ	৩৭,৪৩৬.০০
রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ	৪৯,৭২২.০০
সিলেট ধর্মপ্রদেশ	১৮,৫০০.০০
বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	২৪,৬৬৬.০০
সর্বমোট	**৪২২,১১৬.০০**

কথায়: চার লক্ষ বাইশ হাজার এক শত ষোল টাকা মাত্র।

বৈশ্বিক মহামারির কারণে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও শিশুদের সার্বিক কল্যাণ ও উন্নয়নে আপনাদের এই উদার প্রার্থনা, ত্যাগ-স্বীকার ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ও বাংলাদেশের সকল বিশপগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

খ্রিস্টেতে-

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা
জাতীয় পরিচালক,
পিএমএস–বাংলাদেশ

ডিজিটাল যুগে শিশুদের সাথে পথ চলা

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও

ছোট বেলায় আমরা ঠাকুরমা বা দাদু অথবা মা- বাবা বা বড় কারও মুখে টোনা-টুনি বা রাক্ষসের গল্প কিংবা অন্য কোন গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যেতাম। আমাদের সময় ডিজিটাল যুগের সূচনা হয়নি বলে গ্রামে ১টি ২টি সাদাকালো টিভি থাকলে সবাই ঘরে কিংবা বাড়ীর উঠানে একত্রে টিভি দেখে আনন্দ পরস্পরের সাথে ভাগা-ভাগি করতাম। কিন্তু বর্তমান ডিজিটাল যুগে এসে শিশুরা গল্প শুনে আনন্দ পাবার চেয়ে মোবাইল বা টেলিভিশনে কার্টুন দেখে খেতে ভালোবাসে। আর এটা যে মন্দ বিষয় তা নয় বরং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এখন শিশুদের মন রক্ষার্থে অনেক কিছুই তাদের খুশির কথা চিন্তা করে করা হয়ে থাকে। তবে এই যুগে আমাদের শিশুদের সাথে বন্ধুর মতো পথ চলে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক ও মানসিক গঠনের মাধ্যমে জীবন গঠন ও জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা জরুরী।

পবিত্র বাইবেলে এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে 'শিশু' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- অবুঝ, কচি, অপরিপক্ক, অপরিণত, অসহায়। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই এক সময় শিশু ছিল। আর প্রভু যিশু ঐশরাজ্যের কথা বলতে গিয়ে বেশ কয়েকবার 'শিশু' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। "হে পিতা, হে স্বর্গ-মর্ত্যের প্রভু, আমি তোমার বন্দনা করি কারণ (স্বর্গরাজ্যের) এই সমস্ত তুমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানদের কাছে গোপন রেখেছ আর প্রকাশ করেছ নিতান্তই শিশুদেরই কাছে। হ্যাঁ পিতা, এই তো তুমি চেয়েছিলে, এতেই ছিল তোমার আনন্দ *(মথি ১২:২৫-২৬)*।" সাধু পিতরের ১ম পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বয়স্ক হয়েও আমরা কিভাবে শিশু হয়ে উঠি, শিশুর মত আচরণ, কথাবার্তা, অনুভূতিতে কিভাবে আধ্যাত্মিকতায় পুষ্ট হই, শিশুদের মতো পিপাসিত হই পরম আত্মার সঙ্গে সম্মিলিত ও পরিত্রাণ লাভের জন্য *(১ম পিতর ২:২)*। ঐশবাণীর জন্যে কাঙ্ক্ষিত যারা, প্রভু তাদের কতইনা ভালবাসেন যেমনটি শিশুর মা সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে শিশুকে আদর, সোহাগ, যত্ন, ভালবাসা ও উত্তম গঠন দানে আত্মত্যাগ করে যান; প্রভু পরমেশ্বর তাঁর প্রতিটি শিশুসুলভ সরল, নম্র, বিনয়ী আর বিশ্বাসীদের আগলে রাখেন। বিচার বুদ্ধির দিক থেকে শিশুরা কাঁচা কিংবা অপরিপক্ক। কিন্তু সুবিবেচকের মত চলতে শিশুদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ করা শ্রেয় *(১ করি. ১৪:২০)* যে পরিপক্ক মানুষ সে বিবেচনা প্রসূত। আচরণ, কথা ও ভাবনা-চিন্তা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

হাস্যোজ্জ্বল কোমলমতি শিশু যখন মায়ের বা আমাদের আশে-পাশে থাকে তখন আনন্দে আর উৎফুল্লতায় ভরে ওঠে সবার প্রাণ। কতো যে ভঙ্গিমায় শিশুরা নিজেদের প্রকাশ করতে চায়। আর যিশু নিজেই শিশু বেশে বেথলেহেম গোশালায় জন্ম গ্রহণ করেন। যিশুকে শ্রদ্ধা জানাতে কোমল ও সহজ সরল রাখালেরা তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখিয়েছিলেন মেষ উপহার দিয়ে। যিশু তার প্রৈরিতিক কাজে শিশুদের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও কারণ শিশুদের মতো সরল যারা স্বর্গরাজ্য যে তাদেরই *(মথি ১৯:১৪)*।"

শিশুদের গঠন জীবনে দুটো প্রভাব কাজ করে- ক) জেনেটিক এবং খ) পরিবেশ

ক) জেনেটিক: একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে যতই বড় হতে থাকে জিনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জিনই মানুষের বৈশিষ্ট্যে ও মূল ভিত্তি যা পরিবেশের সাথে মিথষ্ক্রিয়ায় শুধু পরিমার্জিত হয়। এই বিষয়ে অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিশুদের এই বৃদ্ধিতে আমরা কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না করি।

খ) পরিবেশ: একটি শিশুর জীবনে তাঁর আশে-পাশের পরিবেশ, সমাজ ও বড়দের আচার-আচরণ, শিক্ষা, কৃষ্টি বা কালচার, ধর্ম, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের গতিময়তা ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। শিশুরা যা দেখে তাই তারা শিখে। তাই তাদের জন্য বিশেষভাবে পরিবারে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার যেন শিশুদের সঠিক গঠন হয়।

ডিজিটাল যুগে শিশুদের গঠনের জন্য আমরা কয়েকটি ধাপ লক্ষ্য করি-

১ম ধাপ: ০-৮ মাস পর্যন্ত। এই সময় শিশুরা মায়ের এবং অন্যদের যত্নের উপর নির্ভরশীল। তাদের চাহিদার সময় কান্না আর তৃপ্তিতে হাসি এগুলো হলো শিশুদের জীবনের প্রাথমিক ধাপ। আট মাস বয়স থকে আগন্তুককে দেখে তারা ভয় পায়। এ সময় সে মা বা বাবার কোলে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়। অর্থাৎ এ বয়সে সে কীভাবে তার চাহিদা পূরণ ও প্রকাশ করতে হয় এবং কার কাছে সবচেয়ে নিরাপদে থাকবে তা বুঝে ফেলে। এই সময় আমাদেরকে শিশুদের জন্য Digital Devices (Mobile, TV. etc) ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। অনেকে অতিরিক্ত মোবাইল দেখিয়ে শিশুদের খাবার খাওয়ান। আর মোবাইল না দেখলে খেতে চায় না। এটা শিশুদের মানসিক গঠনে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। ভবিষ্যতে শিশু মোবাইলের প্রতি আসক্ত হয়ে যেতে পারে। শিশুরা কাঁদলে তাকে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেওয়া এটাও ঠিক নয় কারণ পরবর্তী জীবনে তার চাহিদা মিটানো না হলে সে হতাশায় ভোগে কিংবা কৈশোর বা যুবজীবনে না পাওয়ার বেদনায় আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। তাই শিশুরা কাঁদলে তাকে তার চাহিদা না মিটালে সে পরবর্তীতে বুঝতে পারে যে আর কেঁদে লাভ নেই এটাই জীবন ত্যাগ করতে হবে। ভবিষ্যৎ জীবনে সে কষ্ট বা ত্যাগস্বীকার করতে শিখে এবং জীবনে যদি কিছু কিছু চাহিদা পূরণ না হয় তাহলে সে তা গ্রহণ করে নেয়।

২য় ধাপ: ৯ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত। এই সময় শিশুরা কথা শিখতে ও বলতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময় কারণ এই সময় এরা বাড়ীর বড়দের আচরণ ও তাদের প্রতিষ্ঠিত পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় নিয়ম-নীতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। তাই একটি শিশু যদি দেখে তার মা কিংবা বাবা অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার করছে তখন সে মনে করে তার চেয়ে তাদের কাছে মোবাইল বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৩য় ধাপ: ২ থেকে ৬ বছর পর্যন্ত। এ সময় সে পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় নিয়ম-কানুন ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং তার কাজ-কর্মে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করে। সবকিছু জানার তীব্র বাসনা প্রকাশ পায়। এ সময় তারা সাধারণত বাবার ব্যাপারে অধিক আসক্তিবোধ করে। অভিভাবকরা মনে রাখবেন এ সময়েই আপনার শিশুর ভবিষ্যতের মূল কাঠামো তৈরী হয়ে যায়। সুতরাং এদের মানসিকতার সুস্থ ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে এ সময় সতর্ক হোন। মিডিয়ার সাথে শিশুদের সঠিকভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং এর সুফল-কুফল সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা।

৪র্থ ধাপ: ৬-১২ বছর বয়োসন্ধিকালের পূর্ব পর্যন্ত। এ সময় সে স্কুলে যাওয়া আরম্ভ করে অর্থাৎ পরিবারের বাইরে প্রথমবারের মতো বাইরের সমাজে একা একটি নির্দিষ্ট সময় কাটায়। এই সময় থেকে তার স্বাধীন সত্তার বিকাশ ঘটতে থাকে এবং কালচারের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে থাকে। এ সময় সে বন্ধুত্ব তৈরী এবং তাদের ও সমাজের অন্যান্য মানুষের আচরণ, আদর্শ ও কাজের ধরণ থেকে প্রাপ্ত গুনাগুণ নিজ সত্ত্বায় মিশাতে থাকে। সুতরাং এই সময় আপনার শিশুকে কোন ধরণের বাহ্যিক পরিবেশ দিতে পারছেন তার ওপরও তার সুস্থ ব্যক্তিত্বের বিকাশ নির্ভর করছে। এই সময় পিতা-মাতাকে তাদের সঙ্গে রাগ না করে বন্ধুর মতো আচরণ করলে তাদের গঠন পরিপক্ক হয়।

৫ম ধাপ: ১৩ থেকে বায়োসন্ধিকাল ১৮ বছর পর্যন্ত। এ সময় বিশেষভাবে শারীরিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এটা তাদের জন্য বিপজ্জনক অধ্যায়। কারণ এ সময় থেকে এরা সবচেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে, কৌতুহলী ও বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। প্রেমে পড়া বা ব্যর্থতা, পারিবারিক সিদ্ধান্তে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা বা অন্যান্য বিপজ্জনক ও দুঃসাহসিক কাজ অনেকেই এই বয়সে করে যা অনেক সময় তাদের মানসিক বিকাশে সুদূরপ্রসারী, অত্যন্ত মারাত্মক এবং অনেক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা বিকৃত ব্যক্তিত্ব তৈরিতে

অত্যন্ত সহায়ক। এই সময় মোবাইলে, ভিডিও গেমস, ফেসবুক ব্যবহার, ব্লু ফিল্ম দেখা, কিংবা নেশা জাতীয় দ্রব্যে আসক্তি হতে পারে। এই সময় তাদের সাথে কোনভাবে রাগ দেখানো যাবে না বরং অভিভাবক হিসেবে কোনটা ভাল আর কোনটা মন্দ এই বিষয়ে তাদেরকে বুঝিয়ে বলা ও তাদের সামনে জীবনের আদর্শ দিয়ে শিক্ষা প্রদান করা। এই সময় বেশি আবেগ থাকাতে আত্মহত্যা করার প্রবণতা বেশি থাকে। তাই তাদেরকে জীবনের মূল্য সম্বন্ধে অবহিত করা এবং ভুল সিদ্ধান্ত না নেওয়ার পরামর্শ ও Motivation দেওয়া।

ডিজিটাল যুগে শিশুদের সাথে পথ চলার কয়েকটি কৌশল

১। Digital Devices (Mobile, TV, etc) বাহারের ক্ষেত্রে শিশুদের ইতিবাচক শিক্ষা প্রদান করা এবং নেতিবাচক দিক সম্বন্ধে তাদের সচেতন করা। প্রয়োজনে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং প্রতিদিনকার পড়া-শুনা, প্রার্থনা এবং ঘরে-বাইরের কাজের রুটিন করে দেওয়া।

২। শিশুদেরকে মূল্য দেওয়া এবং ছোটদের মতো করে চিন্তা করা এবং তাদের মত বুঝতে পারা এবং সেইভাবে তাদের গঠন দেওয়া।

৩। শিশুরা যা চায় সঙ্গে সঙ্গে তাদের তা না দেওয়া বরং যা তাদের মঙ্গলের জন্য যা ভাল সেই কথা বিবেচনায় তাদের চাহিদা পূরণ করা।

৪। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে শিক্ষা দেওয়া, পরিবারে নিয়মিতভাবে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করানো তাদের দিয়ে বাইবেল পাঠ করানো, রোজারীমালা প্রার্থনা পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া। মোবাইলে যিশুর, সাধু সাধ্বীদের জীবনী এবং শিক্ষামূলক সিনেমা, ভিডিও এবং গান শুনানো ও দেখানো।

৫। শিশুরা যেন পিতা-মাতা ও গুরুজনদের ভয় না পায় বরং আমরা যেন অবশ্যই তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো আন্তরিক সম্পর্ক রাখি ও তাদের সহভাগিতা শুনি।

৬। শিশুদের সময় দেওয়া। তাদের সাথে চিত্তবিনোদনে অংশগ্রহণ করা, তাদের ভাল লাগা ও মন্দ লাগার কথা শুনা। তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করা এবং তাদের ভাল কাজের জন্য উৎসাহিত করা, প্রশংসা করা। সেই সাথে তাদের ভুল কাজের জন্য তাদের গালি বা তিরস্কার না করে মন্দ কাজের পরিণতি কিভাবে মানুষের জীবনকে ক্ষতি করতে পারে সেই বিষয়টি তাদের বুঝিয়ে দেওয়া।

৭। প্রকৃতি ও পৃথিবীকে সঠিকভাবে ভালোবাসতে উৎসাহিত করা। তাদের ভদ্র আচরণ করতে শিক্ষা দেওয়া।

৮। ত্যাগস্বীকার করা, মণ্ডলীতে এবং গরীবদের দান করতে শিক্ষা দেওয়া। ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা।

৯। ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে শিশুদেরকে পড়া-শুনাকে ভালোবাসতে শিক্ষা দেওয়া এবং অন্যান্য শিক্ষামূলক এবং সৃষ্টিশীল কাজে তাদের উৎসাহিত করা।

১০। পিতা-মাতা ও গুরুজনদের ভালোবাসতে এবং শ্রদ্ধা করতে শিক্ষা দান এবং পরিশ্রমী মানুষ হয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এবং জীবনের লক্ষ্য সমন্ধে সঠিক ধারণা দেওয়া।

১১। শিশুদের সামনে পিতা-মাতা ও বড়দের আদর্শ স্থাপন করা। পারস্পরিক স্নেহ-মমতায় সম্পর্ক স্থাপন করা।

পরিশেষে বলা যায় যে, ডিজিটাল যুগে শিশুদেরকে নৈতিক, আধ্যাত্মিক, মানবিক, সামাজিক এবং মানসিক গঠন দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। একদিকে যেমন পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব রয়েছে অন্যদিকে শিশুদেরও কর্তব্য রয়েছে পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের উপদেশ, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা পালন করা। সাধু পল বলেন," সন্তানেরা, প্রভুর কথা মনে রেখে তোমরা তোমাদের পিতা-মাতাকে মেনে চল। কেননা তা করা সমীচীন। "পিতা-মাতাকে সম্মান করবে- এটি তো সেই প্রথম আদেশটি যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটি প্রতিশ্রুতি; আর এই প্রতিশ্রুতি হলো এই- "তাহলেই তোমার মঙ্গল হবে, এই পৃথিবীতে তুমি দীর্ঘজীবী হবে।" "আর তোমরা পিতারা, তোমরা তোমাদের সন্তানদের রাগিয়ে তুলো না বরং প্রভুর শিক্ষা ও শাসনের আদর্শে তাদের মানুষ করে গড়ে তোল" *(এফেসীয় ৬:১-৪)*॥

শ্রদ্ধেয় বাবার ১৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

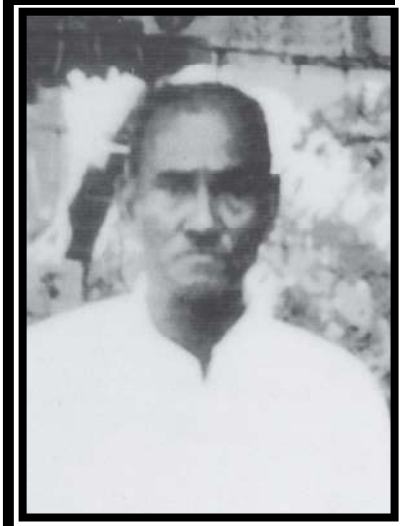

প্রয়াত লুইজ মধু
জন্ম: ২৬ আগস্ট ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বেতকাছিয়া, পো: নারিকেলবাড়ি
থানা: কোটালীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ

মা, আজ ৩১ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ তোমার প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। আজ তোমাকে দুঃখ-বেদনা, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তোমাকে খুব মনে পড়ছে। মা তোমার হাসিমাখা মুখখানি আজও ভুলতে পারিনা। অনেক বেদনা ভরা মন নিয়ে একটি বৎসর পার হয়ে গেল।

বাবার পার হল, ১৪টি বৎসর।

বাবা, মা তোমরা চলে গেলে না ফেরার দেশে পরম পিতার কাছে। তোমাদের শূন্যতা আমাদের সব সময় বেদনা সৃষ্টি করে। বিশ্বাস করি তোমরা পিতা ঈশ্বরের কাছে স্বর্গে আছো এবং আমাদের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করছো। আমরা তোমাদের জন্য সব সময় প্রার্থনা করছি।

আমাদের বাবা-মা ছিল, সৎ সহজ-সরল, প্রার্থনাধ্যানী সমাজসেবক এবং পর-উপকারী।

তোমরা আজ আমাদের কাছে নেই তাই বাবা-মা বলে ডাক দিতে পারিনা। তোমাদের নাতী, নাতীনরাও দাদু, ঠাকুমা বলে ডাকতে পারে না।

বাবা-মা স্বর্গধামে আছো আমাদের জন্য প্রার্থনা করছ। যারা আমাদের বাবা মায়ের মৃত্যুর সময় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা, প্রার্থনা এবং সমবেদনা জানিয়েছেন তাদের সকলের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
তোমাদেরই ছেলে ও মেয়েরা
নাতী, নাতনীরা

মমতাময়ী মায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত মারীয়া মধু
জন্ম: ০৬ অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: বেতকাছিয়া, পো: নারিকেলবাড়ি
থানা: কোটালীপাড়া, জেলা: গোপালগঞ্জ

বিজ্ঞ/৩৪/২২

সন্ন্যাসব্রত জীবন ও প্রয়োজনীয়তা

ব্রাদার প্রদীপ প্লাসিড গমেজ সিএসসি

সন্ন্যাসব্রত জীবন হলো সংসার বিরাগী জীবন; যে জীবন শুধু নিজের জন্য নয় বরং অপরাপর মানুষ ও জগতের কল্যাণের জীবন। এ জীবন-আহ্বানটি ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট অত্যন্ত মূল্যবান এ জীবনের মূল উদ্দেশ্য- বেদীর নৈবেদ্য স্বরূপ নিজের জীবনকে ঈশ্বরের কাছে উপহার হিসাবে অর্পণ করা। একজন সন্ন্যাসব্রতী নিজের জীবনকে আর নিজের করে দাবি করেন না। স্বাধীনভাবে পবিত্র দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে তাঁর গুরু ও প্রভুকে অনুসরণ করার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে দান করেন। তিনি ব্রতসমূহ গ্রহণ করার মাধ্যমে নিজেকে জগৎ থেকে মুক্ত করেন। তিনি স্বাধীনভাবে যিশুকে অনুসরণ করেন, জগতের কোনো কিছুই তাঁর পথে বাঁধা হয়ে উঠতে পারে না। কোনো ব্যর্থতা, গ্লানি বা কষ্ট তাঁকে তাঁর পথ থেকে সরাতে পারে না। তিনি জগতের কাছে খামি হয়ে জীবনযাপন করেন। তিনি তাঁর কথা ও কাজে যিশুর আদর্শ এবং ঐশরাজ্যের বাণী প্রচার করেন। অন্যদের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন প্রবক্তা। একজন সন্ন্যাসব্রতী হলেন জগৎ ও মানুষের প্রত্যাশা এবং প্রেরণা; আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার চিহ্ন। তিনি সকল মানুষের কাছে ঈশ্বরের উপস্থিতি, আশা, শান্তি, প্রজ্ঞা ও ভালোবাসার নিদর্শন। তিনি হলেন একই সাথে অসাম্প্রদায়িক চেতনার আদর্শ, একজন ধর্মীয় ও সামাজিক গুরু এবং শিক্ষক। তিনি মানুষ ও ঈশ্বরের যোগবন্ধনকারী। তিনি তাঁর একার নয় বরং মানব জাতির আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য প্রার্থনা-ধ্যান ও সেবাদান করে থাকেন।

- একজন সন্ন্যাসব্রতীর প্রথম করণীয় হলো- যিশুর মতো হতে আপ্রাণ চেষ্টা করা। দেহ, মন ও আত্মায় যিশুময় হওয়া। যিশু যেভাবে মানুষকে মুক্ত করার জন্য ঈশ্বর থেকে মানুষ হয়েছেন, বড়ো থেকে ছোটো হয়েছেন, বৃহৎ থেকে ক্ষুদ্র হয়েছেন, মহত্তর কাজের জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন, সেভাবে একজন সন্ন্যাসব্রতীও নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়ে যিশুকে অনুকরণ ও অনুসরণ করেন। যিশুর জীবন হয় তাঁর জীবন, যিশুর ভাবনা হয় তাঁর ভাবনা এবং যিশুর কর্ম হয় তাঁর দৈনন্দিন কর্ম। যিশুর মাধ্যমে পিতার সাথে হয় তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। একজন সন্ন্যাসব্রতী মূলত কাজ করার জন্য সন্ন্যাসব্রতী হন না, কাজ হলো তাঁর জীবনের একটি অংশ মাত্র; তাঁর সুন্দর ও পবিত্র জীবনযাপনই একটি বড়ো ও মহৎ কাজ।
- বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল মানুষই অর্থ, সম্পদ, প্রভাব, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা প্রভৃতি নিয়ে মহাব্যস্ত। মানুষ আজ তার ক্ষমতা ও ধন-সম্পত্তিকেই মনে করে তার ঈশ্বর। ফলে অনেক সময় তার বিবেকের ধ্বংস বুঝতে পারে না। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে-কোনো ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এ জগত থেকেই সব সময়ই ঈশ্বর অনেক যুবক-যুবতীকে আহ্বান করছেন সংসার বিরাগী সন্ন্যাসব্রত জীবনযাপন করার জন্য এবং অনেকেই এ জীবন বেছে নিচ্ছেন। ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁরা প্রমাণ করছেন যে, জগতের সুখভোগই সবকিছু নয়; ত্যাগ ও সংসার বিরাগী হয়েই প্রকৃত আনন্দ ও সুখ পাওয়া সম্ভব। তাঁরা মানুষের আধ্যাত্মিক বিবেকের সাক্ষ্য বহন করেন। ভোগবাদী জগতের মানুষকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বোঝাতে চান- সৃষ্টি নয় সৃষ্টিকর্তাই সব কিছুর শুরু ও শেষ। তাতেই নিহিত আছে আলো, জীবন, আনন্দ ও পরম শান্তি।
- পবিত্র দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য ব্রত গ্রহণ এবং পালনের মাধ্যমে একজন সন্ন্যাসব্রতী নিজেকে ঈশ্বরের হাতে অর্পণ করেন। তার জীবন-যৌবন সবকিছু ঈশ্বরের ও ঈশ্বরসৃষ্ট সৃষ্টির কল্যাণে নিবেদন করেন। তিনি আর নিজের থাকেন না, তিনি পৃথিবীর মানুষ হয়েও পৃথিবীর বা পার্থিব জগতের ঊর্ধ্বে থাকেন। সংসারাসক্তি তাঁকে আটকে রাখতে পারে না। তিনি হন চারণ-বাউল, তিনি হন ঈশ্বর-পাগল, তিনি হন রাস্তার ফকির অথচ সুখী ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ শক্তিশালী ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ।
- একজন সন্ন্যাসব্রতী তাঁর প্রার্থনা-ধ্যান, কথা ও কাজের মধ্যে ঐশরাজ্য ঘোষণার দায়িত্ব পালন করেন। যেখানে থাকবে সম্প্রীতি, আশা, আনন্দ, ভালোবাসা ও সেবার মনোভাব। এ ঐশরাজ্য পৃথিবীর কাউকে বাদ দিয়ে নয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, দেশি-বিদেশি, ধনী-দরিদ্র সকলেই হবে এ ঐশরাজ্যের সুখী নাগরিক। সেজন্যই সন্ন্যাসব্রতীদের অবিরাম প্রার্থনা করা প্রয়োজন যেন, পৃথিবীর সকল মানুষ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে জীবনের অর্থ বুঝতে পারে।
- প্রয়াত পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম বলতেন, "লবণ ন্যাকড়া দিয়ে শক্ত করে বেঁধে তরকারিতে দিলে লাভ হবে না; লবণ কারিতে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং

লবণ সমস্ত কারিতে মিশে গিয়ে সমস্ত কারিকেই সুস্বাদু করবে, পরে লোকেরা খেয়ে আনন্দ পাবে।" সন্ন্যাসব্রতী নর-নারী গোটা জীবনটাই ঈশ্বর ও মানুষের জন্য উৎসর্গ করেন। শুধু উৎসর্গই নয় তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের আধ্যাত্মিক লবণ হন, মানুষের জীবনের আধ্যাত্মিক লবণ হন, যার মধ্যদিয়ে মানুষ তাঁদের জীবনে হতাশায় আশা, অসুস্থতায় সুস্থতা, অন্ধকারে আলো, ব্যর্থতায় সাফল্যের বাণী শুনতে পায়। অর্থাৎ মানুষ তাঁর জীবনের প্রকৃত স্বাদ পেতে পারে।

- সন্ন্যাসব্রতী হলেন একজন প্রাণিত গুরু বা শিক্ষক। তিনি মানুষের অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর মধ্যে কোনো বড়ো কিছু চাওয়া-পাওয়া অথবা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, ঈশ্বরকে পাওয়াই তাঁর পরম আনন্দ। তাঁর মধ্যে থাকে না কোনো কপটতা বরং তিনি হলেন ঈশ্বরের বাছাই করা একজন সাধারণ অথচ খাঁটি মানুষ। যেমনটি ছিলেন মাদার তেরেজা, আসিসির সাধু ফ্রান্সিস, ব্রাদার ফ্ল্যাভিয়ান, সাধু ব্রাদার আন্দ্রেসহ আরও অনেকে। তাঁদের দেখলে ও ভাবলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়। কারণ তাঁরা পবিত্র মানুষ।
- সন্ন্যাসব্রতীদের সবচেয়ে বড়ো কাজ হলো প্রতিনিয়ত প্রার্থনা ও ধ্যানের মাধ্যমে যিশুকে অনুসরণ করা ও ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখা। চট্টগ্রামে জামালখান বিদ্যালয়ের নতুন ভবন আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি বলেছিলেন, "এ ভবনের উপর তলায় সিস্টারগণ বাস করবেন, সেখানে একটি প্রার্থনাঘর থাকবে। সিস্টারগণ শুধু বাস করবেন না, শুধু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসেবা দেবেন না, তারা প্রতিদিন এ ভবনের প্রার্থনাঘরে নিজেদের জন্য ও বিশেষ করে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সকল মানুষের মঙ্গল প্রার্থনা করবেন।" **আমি বিশ্বাস করি- প্রার্থনা ও ধ্যান শুধু নিজেদের জন্য নয়, বরং যাঁদের সাথে আমরা সেবা কাজ করি তাঁদের জন্য এবং জগতের মানুষের মঙ্গলের জন্য।** ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো এমনকি জগতের সকল পাপ বা দুর্বলতার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাও সন্ন্যাসব্রতীদের একটি মহৎ দায়িত্ব।

আসন্ন সন্ন্যাসব্রতী দিবসকে সামনে রেখে সকল উৎসর্গীকৃত সন্ন্যাসব্রতী সিস্টার, ফাদার ও ব্রাদারকে কৃতজ্ঞতাসহ অভিনন্দন এবং ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ জানাই আপনাদের বিশেষ আহ্বানের জন্য। আপনাদের পবিত্র প্রার্থনা ও সেবার জীবন সকল মানুষের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে। আপনারা সাধারণ হয়েও অসাধারণ। আরো অনেক যুবক-যুবতী আপনাদের জীবন দেখে ও অভিজ্ঞতা করে আপনাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন সেই প্রত্যাশা করি। আপনারদের অবিরাম প্রার্থনায় সকল মানুষ ও সৃষ্টিকে রাখুন। আপনারা ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে আরো গভীর ও শক্তিশালী যোগবন্ধন হয়ে উঠুন এ প্রার্থনা করি। আমি খুব বেশি উপলব্ধি করি, বর্তমান বিশ্বের বাস্তবতায় প্রকৃত ও খাঁটি সন্ন্যাসব্রতীদের উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন যাতে মানুষ ঐশরাজ্যের প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে ও হৃদয়ে প্রকৃত সুখ ও শান্তি পেতে পারে॥

তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

পোষ্ট অফিস : দাউদপুর, জেলা: ঢাকা, বাংলাদেশ

রেজি নং ০১, তারিখঃ ২০/০৮/১৯৮৪ খ্রীঃ সংশোধিত রেজি নংঃ ৬৫, তারিখঃ ১৭/১১/২০০৯ খ্রীঃ

৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা **তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর সম্মানিত সকল সদস্য - সদস্যাদেরকে জানাই সমবায়ী প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সেই সাথে আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার সকাল ১০টায় ফাদার ল্যারী পালকীয় মিলনায়তনে **তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ** এর ৪৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। স্বাস্থ্-বিধি মেনে উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্ধারিত সময়ে সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে -

খ্রীষ্টফার গমেজ
চেয়ারম্যান
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অঞ্জলী মারীয়া দেছা
সেক্রেটারী
তুইতাল খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্য : [সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে যারা নাম রেজিষ্ট্রেশন করবেন, তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি র‍্যাফেল ড্র তে অর্ন্তভূক্ত করা হবে। কোরাম পূর্তি র‍্যাফেল ড্র তে **আকর্ষনীয় পুরষ্কার** প্রদান করা হবে।]

অনুলিপি :
১. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
২. উপজেলা সমবায় অফিস
৩. অফিস নোটিশ বোর্ড।

বিজ্ঞ/৩৫/২২

নিবেদিত জীবন

সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি

প্রতি বছর মাতামণ্ডলী ২ ফেব্রুয়ারি "যিশুকে মন্দিরে উৎসর্গীকরণ" বা "প্রভুর নিবেদন পর্ব" দিন হিসেবে পালন করে থাকে। একই দিনে সারা বিশ্বব্যাপী আরেকটি বিশেষ দিবস পালন করা হয়ে থাকে, যাকে আমরা বলি "বিশ্ব উৎসর্গীকৃত বা নিবেদিত জীবন দিবস।" নিবেদিত জীবন মূলতঃ ভালোবাসার আহ্বান। নিবেদিত জীবনে যারা আহূত, মনোনীত ও প্রেরিত তাদেরকে বলা হয় সন্ন্যাসব্রতী, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণী। এ জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট হলো: প্রেরণ কাজ, প্রার্থনা, মঙ্গল সমাচারী ও সুমন্ত্রনা পালন! (তিনটি ব্রত: কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতা) এবং সংঘবদ্ধ জীবন।

নিবেদিত জীবন হলো–

-খ্রিস্টমণ্ডলীতে একটি বিশেষ আহ্বান; একটি উপহার, আরো অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য একটি নিমন্ত্রণ।

-নিবেদিত জীবন জগতে ঐশ প্রেমের প্রকাশ: প্রেমপূর্ণ, সেবার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টকে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করা।

- এ জীবনে চ্যালেঞ্জ হলো ব্যক্তিগত জীবনের সাক্ষ্য দ্বারা খ্রিস্টকে জগতের কাছে উপস্থিত করা; জগতের মাঝে লবণ, আলো, খামির হয়ে ওঠা।
- নিবেদিত জীবন স্বর্গীয় জীবনের পূর্বাভাস; এ জগতে থাকাকালে পরজগতের সাক্ষ্য বহন করে। অর্থাৎ আমরা এ জগতের মধ্যে আছি কিন্তু জগতের নই।
- নিবেদিত জীবন সংসার জগতের মধ্য থেকে ঈশ্বরকে গভীরভাবে পাওয়া, তাঁকে নিয়ে পরিতৃপ্ত হওয়ার সাধনা চলে সারাক্ষণ।
- জীবনে যা কিছু সুন্দর, সর্বোত্তম অর্থাৎ আমি যা এবং আমার যা কিছু আছে সব মিলিয়ে উপহার সাজিয়ে ঈশ্বরকে দান করা হলো উৎসর্গীকৃত জীবন। আমাদের জীবন কিভাবে মণ্ডলীতে উপহার হয়ে ওঠে? 'আমরা এখন যা, তাহলো আমাদের প্রতি ঈশ্বরের একটি অনুগ্রহ, একটি উপহার।' অর্থাৎ আমরা যা কিছু-আমাদের দেহ স্বাস্থ্য, শক্তি, মন ও মনোবল, আমাদের ব্যক্তিগত গুণাবলী এ সবই হলো ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃপা। নিজের তরফ থেকে ঈশ্বরকে দেওয়ার মত কিছু আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে, তিনি আমাদের যে সব দানে ধন্য করেছেন, সে সব নিয়ে আমরা যা কিছু করবো, তাই হবে ঈশ্বরকে দেওয়ার মত আমাদের উপহার আমাদের নিবেদিত জীবন। তাইতো এ জীবন একাধারে একটি দান অন্যদিকে আহ্বান।

বর্তমান বাস্তবতায় নিবেদিত জীবনে বিশ্বস্ত থেকে টিকে থাকা একটি বড় চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হলো প্রার্থনা। তাই আজকের এই ক্ষুদ্র লেখায় প্রার্থনা নিয়ে সহভাগিতা করতে চাই।

প্রার্থনা: প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সাথে সংলাপ।

- প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের সঙ্গে ভালবাসার আদান-প্রদান।
- প্রার্থনা হলো নিজের কাছে, ঈশ্বরের কাছে এবং সমস্ত বাস্তবতার কাছে নিজেকে উপস্থিত করা।
- ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতই প্রার্থনা; ঈশ্বরের প্রতি মন ও আত্মার উত্তোলনই হলো প্রার্থনা।
- প্রার্থনা হচ্ছে সচেতন ঈশ্বরোপলব্ধি, প্রেমিক-প্রেমিকার ভাষা, হৃদয়ে হৃদয়ে কথা, চোখে চোখ রেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে পরস্পরের মাঝে হারিয়ে যাওয়া।
- প্রার্থনা হলো জীবন্ত ও সত্য ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসী ভক্তের এক প্রাণবন্ত ও একান্ত ব্যক্তিগত সম্পর্ক রেখে জীবন যাপন করা।
- অসীম স্রষ্টার সাথে মানুষের ব্যক্তিময় সম্পর্কের উপলব্ধিই প্রার্থনা।

পোপ সাধু ২য় জন পল বলেছেন উৎসর্গীকৃত জীবনে ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের হতে হবে প্রার্থনার মানুষ, আধ্যাত্মিকতায় পারদর্শী। আসুন প্রতিদিনের নিবেদিত জীবনে আমরা হয়ে উঠি যিশুময় প্রার্থনার পুণ্য মন্দির। যেখানে আশাহত ছিন্ন-ভিন্ন ভাই-বোনেরা খুঁজে পাবে সান্ত্বনা, আলো আর বিশ্রাম॥

অনন্তধামে নিবাসী হলেন সিস্টার যাসিন্তা সরেন, সিআইসি

প্রয়াত সিস্টার যাসিন্তা সরেন, সিআইসি
জন্ম: ১৭ মে, ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

গত মঙ্গলবার ২৫ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ শান্তি রাণী সংঘের সিস্টার যাসিন্তা সরেন বার্ধক্যজনিত কারণে শারীরিক বিভিন্ন জটিলতায় সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতালের তত্ত্বাবধানে সংঘের চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মোহময় পৃথিবীর মায়া চিরতরে ছিন্ন করে দুপুর ১২:৩৫ মিনিটে মাতৃগৃহে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৮৫ বছর। ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ১৭ মে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের রহনপুর মিশনের নওদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আমদেও অর্জুন সরেন ও মাতা জুপরি ধানী। পরিবারের নিকট আত্মীয়-স্বজনের বেশিরভাগই রেখে গেলেন ভারতে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সময়ে দিনাজপুর সেন্ট ফিলিপস্ হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ শান্তি রাণী সংঘে যোগদান করেন, তারপর পর্যায়ক্রমে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১ম সন্ন্যাসব্রত এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে রজত জয়ন্তী এবং ২০১১ খ্রিস্টাব্দে সন্ন্যাসজীবনের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করেন। সিস্টার যাসিন্তা সরেন শান্তি রাণী সংঘকে সর্বস্ব দিয়ে মনে প্রাণে আপন করে নিয়েছিলেন। সংঘ ও ধর্মপ্রদেশের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে সংঘের বিভিন্ন আশ্রমগৃহে থেকে প্রৈরিতিক সেবাদায়িত্বে ছিলেন অতি নিষ্ঠাবান। সংঘ জীবনের বেশিরভাগ সময় গঠনগৃহে প্রার্থী ও নবীসদের গঠন ও শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। গুরুতর অসুস্থতার কারণে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২২ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত শয্যাশায়ী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন ধর্মপ্রাণ প্রার্থনাশীল মানুষ, অত্যন্ত সহজ-সরল, বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, মিষ্টভাষী, মিসুক, সৎ, অমায়িক, রসিক, ধৈর্যশীল ও পরোপকারী।

সিস্টার যাসিন্তা সরেন এর মৃত্যুতে আমরা শান্তি রাণী পরিবারের সকল সিস্টারগণ গভীরভাবে শোকাহত। আমরা সিস্টারের আত্মার চিরশান্তি কামনায় সকলের প্রার্থনা যাচ্না করি।

সিস্টার যোসপিন সরেন, সিআইসি

বিজ্ঞ/৩৭/২২

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর কি একজন প্রতিপালক সাধু-সাধ্বী থাকতে/ঘোষিত হতে পারে না?

ফাদার সুশীল লুইস

(পূর্ব প্রকাশের পর)

বাংলাদেশে সাধু বা সাধ্বী ঘোষণার কিছু চিন্তা, মন্তব্য, সম্ভবনা ও প্রস্তাব- আমাদের দেশে প্রতিপালক সাধু বা সাধ্বী ঘোষণার জন্য স্বর্গোন্নীতা মারীয়া (১৫ আগস্ট), অমলোদ্ভবা মারীয়া (৮ ডিসেম্বর), ভারতবর্ষে বাণীপ্রচারক সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার (৩ ডিসেম্বর), পাদুয়ার সাধু আন্তনী (১৩ জুন), আসিসির সাধু ফ্রান্সিস (৪ অক্টোবর), ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা (১ অক্টোবর), কোলকাতার সাধ্বী মাদার তেরেজা (৫ সেপ্টেম্বর) বা অন্য কোন সাধু সাধ্বীর নাম ও পর্ব বিবেচনার জন্য রাখা যেতে পারে। উপযুক্ত প্রয়োজন ও বাস্তবতা বিবেচনায় সারা দেশে এক বা একাধিক প্রতিপালক-প্রতিপালিকা থাকতে পারে। তবে সেখানে যেন শুধু বৈষয়িক অর্জন, মানত পূরণ/চাওয়া, মনের তুষ্টি প্রভৃতি না থাকে। কিন্তু ব্যাপক পরিসরে আমাদের দেশের, মানুষের, ধর্মবোধ, লৌকিক ধর্মাচরণ, মানসিকতা, সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনায় সন্তদের উদ্যোগ, জীবনাদর্শ, ধর্মকর্ম, জীবনাচরণ, অবদান, ত্যাগস্বীকার, ধর্ম প্রচারে ভূমিকা প্রভৃতি বিবেচনায় আনতে হবে। অর্থাৎ আমরা কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে কাকে প্রথম স্থানে রাখতে চাই সেটা হল বড় কথা। যেমন আয়ারল্যান্ডের স্বর্গীয় প্রতিপালক হলেন সাধু প্যাট্রিক। তাঁকে এটা করা হয়েছে কারণ তাঁরই প্রচারের ফলে তাঁরই হাত ধরে সে দেশে খ্রিস্টধর্মের আগমন ঘটে। তবে আমাদের দেশের সামগ্রিক বাস্তবতায় কোন দিক বা বিষয় বিবেচনায় একজন প্রতিপালক সাধু নির্ধারণ করা যাবে সেটি হল মুখ্য কথা। আমাদের দেশের জন্য বিবেচনায় আসতে পারে বাণী প্রচার, দরিদ্র সেবা, আধ্যাত্মিকতা, সাহস, আদর্শ রক্ষা, বিশ্বাস স্থাপন, প্রার্থনাশীলতা, মিলন-সমাজ, নম্রতা প্রভৃতি। যে ক্ষেত্রে বেশী প্রয়োজন, প্রত্যাশা সে অনুসারেই গুরুত্ব বুঝে প্রতিপালক সাধু ঘোষণা করতে হবে। এর মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের এ সাধুর বিষয়ে নানা শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা দেয়া যাবে। একই ভাবে তার গুণ অনুসরণ করতেও তাদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা যাবে। আর এসবের মধ্যে আমরা সেই সাধুর মাধ্যমে আমাদের সারা দেশের জন্য অনেক প্রার্থনা করতে পারব, আর সেভাবে ছোটরাও অনেক কিছু করতে শিখতে পারবে। এভাবে দেশের ধর্মীয় পরিবেশ ও বাস্তবতায় নতুনের স্পর্শ আসতে পারবে।

ভবিষ্যতে যদি ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীকে সাধু ঘোষণা করা হয় তখন হতে পারে তাঁকে এদেশের মণ্ডলীর প্রতিপালক ঘোষণা করা যেতে পারে। ততদিন অপেক্ষা করা, প্রার্থনা করা প্রয়োজন যেন ঈশ্বর আমাদের ঠিক পথে চালান।

সাধুদের স্মরণ করে আমরা তাদের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করি যেন আমরা উপযুক্তভাবে খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করতে পারি। এটা দেশের জন্য মঙ্গল আনবে, আশা করি তাতে প্রার্থনায় আন্তরিকতা বাড়বে, মানুষের গভীরতা আসবে। অবশ্য বর্তমানেও দেশের অনেক ভক্তগণ কয়েকজন সাধুকে বার বার ডাকেন, অনেক ভক্তি দেখান। এটাও আরো বিশ্বাস-ভক্তির সঙ্গে করা, বার বার করা, অনেকে করা যেন যিশু যেভাবে আমাদের বিশ্বাসীগণকে চান সেভাবে এদেশে জীবন যাপন করতে পারি, তাঁর সক্রিয় ও বলবান সাক্ষী হতে পারি।

সাধু সাধ্বীদের আদর্শ ও পবিত্রতার দিকে তাকিয়ে পাপমন্দতা জয় ক'রে প্রেম-পবিত্রতা বৃদ্ধি করতে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আশা করি এ বিষয়ে দেশের কাথলিক মণ্ডলী দ্রুত কোন পদক্ষেপ নিতে পারবেন। যিশু, কুমারী মারীয়া, শিষ্যবর্গ ও সকল সাধু-সাধ্বী আমাদের সকলকে অনেক আশীর্বাদ ও দয়া নিয়ে দিন। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলের খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৫১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়: "খ্রিস্টবিশ্বাসীদের এই শিক্ষা যে, সাধু-সাধ্বীদের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন শুধু বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের উপরই নির্ভর করে না, বরং আমাদের প্রেমের আরও গভীর অনুশীলনের উপর তা নির্ভরশীল। আমাদের নিজেদের এবং মণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য, সেই সাধু সাধ্বীদের কাছ থেকে 'জীবনের দৃষ্টান্ত, তাঁদের সাথে মিলন-সহভাগিতা এবং তাদের অনুনয়ের সাহায্য' আমরা সন্ধান করি। অপরদিকে, বিশ্বাসীবর্গ যেন এ শিক্ষাও পান যে, প্রয়াত ব্যক্তিদের সাথে আমাদের মিলন-যা বিশ্বাসের পূর্ণ আলোকে বুঝতে হবে- কোনভাবেই পবিত্র আত্মার দ্বারা খ্রিস্টের মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরের কাছে অর্পিত আমাদের পূজা আরাধনা হ্রাস করে না বরং তা অধিকতর ফলপ্রসূ করে তোলে।"

উপসংহার–আমাদের দেশে সাধুতার, সাধু মানুষের অনেক দরকার আছে। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলের খ্রিষ্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৪০.২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মণ্ডলী আমাদের প্রত্যেককে সাধুসাধ্বী হতে ডাকেন: "সকল খ্রিস্টভক্ত.. খ্রিস্টীয় জীবনের পূর্ণতা ও প্রেমের সিদ্ধতা লাভের জন্য আহূত।" তবে দেশের বাস্তবতা অনুসারে মণ্ডলীর পরিচালকবর্গ কর্তৃক যেন উপযুক্ত, গ্রহণযোগ্য, মানুষের মনের ভালবাসার কোন সাধু বা সাধ্বীকে প্রতিপালক বা প্রতিপালিকা ঘোষণা করা হয়। এজন্য অনেক বিবেচনা, অধ্যয়ন, চিন্তাভাবনা, জরীপ, আলোচনা প্রভৃতি প্রয়োজন হতে পারে। তবে সাধু-নাম স্মরণ, পর্ব শুধু কোন কিছু পাবার জন্য নয় কিন্তু তাঁদের ভালবাসতে, তাদের অনুসরণে কাজ করতে, তাদের মাধ্যমে অনেক প্রার্থনা করতে আর এভাবে তাদের মত হতে।

আমরা তাই আমাদের প্রতিপালক সাধু-সাধ্বীর পর্ব পালন করতে, তাঁদের ডাকতে, তাদের শিক্ষা, আদর্শ, প্রার্থনা ও চেতনায়, ঈশ্বরের দয়ায় ও নিজেদের চেষ্টায় বহু আত্মিক ও শারীরিক দয়ার কাজ, উপবাস, দণ্ডমোচন অব্যাহত রেখে আমরা প্রত্যেকে সাধুসাধ্বী হতে চাই; যেমন প্রবাদে বলে: 'ভাল কাজ করতে করতে সাধু হওয়া যায়।' একদিন পৃথিবীতে তাঁরা অনেক কিছু পেরেছেন আজ আমরাও অবশ্যই সেসব পারব। সত্যি এভাবে প্রতিপালক সাধু বা সাধ্বীর সহায়তা ও আদর্শ নিয়ে প্রভুর বাণী পালনে সবাই আরো ভাল ও পবিত্র হলে আমাদের এ দেশ অধিক সুন্দর ও বাসযোগ্য হবে। খ্রিস্টের আত্মদান যে সৎ ও পবিত্র জীবন আহ্বান করেন আমরা প্রত্যেকে একত্রে অবশ্যই সেরূপ সাধু হতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবো। আমরা ধার্মিকতার গভীর তৃষ্ণা নিয়ে সকলে তাঁদেরই মতো অন্তরে দীন, পবিত্র, বিনয়ী কোমলপ্রাণ হব, তাহলে আমরাও একদিন মঙ্গলময় ঈশ্বর ও আলোকমণ্ডিত সাধুগণের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যের ঐশ মহিমার সহভাগী হতে পারব॥ (সমাপ্ত)

পোপের সর্বজনীন পত্র "আমরা সকলে ভাইবোন" (ফ্রাতেল্লী তুত্তি)

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

ষষ্ঠ অধ্যায় (Chapter 6) সমাজে সংলাপ ও মৈত্র (Dialogue and Friendship in Society)

সর্বজন শ্রদ্ধেয় কাথলিক চার্চ প্রধান বা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর রচিত সর্বজনীন পত্র "ফ্রাতেল্লী তুত্তি" তথা "সকলে ভাই ভাই"-এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে "সমাজে সংলাপ ও মৈত্রিতা"-এর এক অনন্য চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিশ্ব মানব সমাজের সংলাপ ও বন্ধুত্বের যে ধারণাটি এখানে উঠে এসেছে তা এইরূপ: সংলাপ মাত্রই সশ্রদ্ধ, সাগ্রহে সাধিত সংলাপ সংগ্রাম করে যায় মিলন বা ঐক্যের জন্য এবং অবিরামভাবে অন্বেষন করে এক অবিনশ্বর সত্যের। সংলাপ একটি কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাক্ষাতে উপনীত হতে বা মুখোমুখি হবার পথ উন্মুক্ত করে দেয়, যেন এই সাক্ষাৎকারটিই হয়ে ওঠে একটি প্রচণ্ড আবেগ বা আসক্তি, একটি আকুল আকাঙ্ক্ষা এবং একটি জীবনের পথ। যারা সংলাপে ব্যাপৃত তারা অন্য ব্যক্তিদের স্বীকার করে বা মেনে নেয়, তাদের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে এবং শ্রদ্ধা করে।

একে অন্যের সমীপবর্তী হওয়া, কথা বলা, শ্রবণ করা, তাকিয়ে দেখা, পরস্পরকে জানা ও বুঝা এবং অভিন্ন ভিত্তি খুঁজে পাওয়ার মত সব বিষয়াদি একটি মাত্র শব্দে সংক্ষেপিত হয়ে আছে আর তা হলো "সংলাপ" *(ফ্রাতু ১৯৮)*।

একটি দেশ খ্যাতি বা উন্নতি লাভ করে তখনই যখন তার অনেক অনেক ঋদ্ধ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূদয় যেমন: পপুলার কালচার বা জনপ্রিয় কৃষ্টি-সংস্কৃতি, বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃতি, যুব সংস্কৃতি, শৈল্পিক সংস্কৃতি, প্রযুক্তিগত বা কারিগরি সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক সংস্কৃতি, পরিবার সংস্কৃতি এবং প্রচারমাধ্যম সংস্কৃতির মাঝে সংঘটিত হয় গঠনমূলক সংলাপ *(ফ্রাতু ১৯৯)*।

প্রকৃত সামাজিক সংলাপ অপরের দৃষ্টিভঙ্গীকে শ্রদ্ধা করার সক্ষমতাকে বিজড়িত বা যুক্ত করে নেয় এবং স্বীকারও করে নেয় যে এর মাঝেই অন্তর্ভুক্ত হতে পারে ন্যায়সঙ্গত দৃঢ় প্রত্যয় আর উদ্বেগ *(ফ্রাতু ২০৩)*।

যদি সমাজের একটি ভবিষ্যৎ থাকতেই হয়, তবে সে অবশ্যই আমাদের মানব মর্যাদাকে শ্রদ্ধা করবে এবং সে আত্মসমর্পণ করবে সত্যের কাছে। একটি উদারচেতা সমাজ সত্যের অনুসন্ধান এবং সত্যের মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতিও অনুরাগ প্রদর্শনকে সমর্থন করে *(ফ্রাতু ২০৭)*। আপেক্ষিকবাদ সর্বদাই কিছু তথাকথিত সত্য অথবা অন্যকিছু ক্ষমতাধর অথবা চতুর ব্যক্তি কর্তৃক চাপিয়ে দেয়ার ঝুঁকি নিয়ে আসে *(ফ্রাতু ২০৯)*।

যে কোন ক্ষণিকের ঐক্যমত থেকে পৃকভাবে আমাদেরকে হলফ্ করে শ্রদ্ধার সাথে সর্বদা স্মরণ রাখা উচিৎ যে, একটি বহুত্ববাদী সমাজে, সংলাপই হচ্ছে সর্বোত্তম উপায় বা পথ। শক্ত সবল এবং সঠিক সামাজিক নীতি গঠনের জন্য এ সংলাপেই আছে নির্দিষ্ট কিছু টেকসই মূল্যবোধ *(ফ্রাতু ২১১)*।

অপরের মর্যাদাকে সকল পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সম্মান-শ্রদ্ধা করতেই হবে, কারণ মানবসত্তা মাত্রই একটি অন্তর্মুখী বা সহজাত মূল্যবোধ বা উৎকর্ষতার অধিকারী যা বস্তুগত উদ্দেশ্য এবং অনিশ্চিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে উর্ধ্বস্থ। এটির প্রয়োজন আছে যে, তারা যেন আলাদাভাবেই পরিচালিত বা আচরিত হন *(ফ্রাতু ২১৩)*।

জীবন হচ্ছে একটি "মুখোমুখি হওয়ার বা সাক্ষাতে উপনীত হবার শিল্প বিশেষ।" পোপ ফ্রান্সিস বারংবার আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানান এ মুখোমুখি হবার কৃষ্টি-সংস্কৃতি বিনির্মাণ করতে, যে সংস্কৃতি আমাদের পার্থক্য এবং বিভাজনকে অতিক্রম করে যাবে বা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর অর্থ একটি বহুপার্শ্ব বিশিষ্ট বহুতলক সৃষ্টি করা যা সেই সমাজের প্রতিনিধিত্ব করবে যেখানে অসম্মতি এবং আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ভিন্নতা সহঅবস্থান করবে, পার্থক্য হবে পরিপূরক আর একে অপরকে করবে সমৃদ্ধ এবং আলোকিত। এমনকি বিশ্বের সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে যে আছে তার সাথে যেমন তেমনিভাবে আদিম বা আসল লোকদের সাথেও, কারণ "আমরা প্রত্যেকেই একে অপরের কাছ থেকে কিছু না কিছু শিখতে পারি। কেউই অকেজো নয় আবার কেউই নিঃশেষিতও নয়" *(ফ্রাতু ২১৫)*।

কৃষ্টি-সংস্কৃতি শব্দটি নির্দেশ করে এমন কোন কিছু যা একটি জাতি বা গোষ্ঠীর সাথে গভীরভাবে প্রোথিত বা স্থাপিত হয়ে আছে, যা কি-না ঐ জাতি-গোষ্ঠীর পরম হৃদয়ে পোষিত আকাঙ্ক্ষা বিশেষ আবার তার জীবনেরও পথ বা উপায়। একটি "পরস্পর সাক্ষাৎমুখী কৃষ্টি-সংস্কৃতি" বিষয়ে বলা যায় যে এর অর্থ, আমরা একটি জাতি হিসেবে অন্যকে সাক্ষাৎ বিষয়ে আমাদের উচিৎ হবে প্রবল আবেগপূর্ণ হওয়া, সংস্পর্শে থাকার যুক্তি অনুসন্ধান করা, যোগাযোগ সেতু বিনির্মাণ করা এবং এমন একটি প্রকল্প পরিকল্পনা করা যা প্রত্যেককে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়। আর এটিই তখন পরিণত হবে একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষায় এবং একটি জীবন শৈলীতে *(ফ্রাতু ২১৬)*।

অপরকে স্বীকার করে নেবার আনন্দ পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে অন্যদেরকে তাদের মত হওয়ার এবং আলাদা হওয়ার অধিকারকে স্বীকার করে নেবার সক্ষমতা। বাস্তবমুখী এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক সামাজিক এ সন্ধিটিকে অবশ্যই হতে হবে একটি "কৃষ্টি-সংস্কৃতির সন্ধি", যেটি সমাজের বিসদৃশ জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গী, সংস্কৃতি এবং জীবনশৈলীর সহাবস্থানকে শ্রদ্ধা ও স্বীকার করে নিবে *(ফ্রাতু ২১৯)*। একটি সাংস্কৃতিক সন্ধি একটি বিশেষ স্থানের একমাত্র শিলা স্তাম্ভিক বুঝাপরার পরিচিতিকে পরিহার করে; এটি অপরিহার্য ফলরূপে রেখে যায় বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আবার সুযোগ সুবিধা করে দেয় এগিয়ে যাবার জন্য আর সবার সামাজিক অন্তর্ভূক্তির *(ফ্রাতু ২২০)*। এমনতর সন্ধি আরও দাবী করে যে অভিন্ন কল্যাণের জন্যে স্মরণে রাখতেই হবে কিছু কিছু বিষয় প্রত্যাহার করে নেয়া বা পরিত্যাগ করা মত অন্যান্য কিছু বিষয় *(ফ্রাতু ২২১)*।

অতপর, বিশেষ টিকা-টিপ্পনীতে পোপ উল্লেখ করেন: "দয়া-করুণার" একটি বিশেষ আশ্চর্যকর্মের। তিনি বলেন যে, আমাদের নিজেদেরকেই একটি মনোভাব খুঁজে নিতে হবে; কেননা এটি একটি তাঁরার মত "আধার মাঝে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে" এবং এ তারকাই আমাদেরকে মুক্ত করবে সেই "হেরোদীয় নিষ্ঠুরতা থেকে . . . যাপিত জীবনের সমূদয় উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা থেকে. . . দিবানিশি অক্লান্ত কাজকর্মের প্রচণ্ড দমক থেকে"। হ্যাঁ, সামাজিক সংলাপ এবং বন্ধুত্বের আশ্চর্য কাজটিই ঘনকালো অন্ধকারের মাঝে জগতের উপরে বিরাজ করছে এই সমসাময়িক কালে, প্রত্যাশার নিশানা দেখাবে বলে *(ফ্রাতু ২২২-২২৪)*।

(বি:দ্র: চলবে, পরবর্তী ৭ম ও ৮ম অধ্যায় এবং পোপ ফ্রান্সিসের একটি অন্তরস্পর্শী সনির্বন্ধ আবেদন)

সাধু ব্লেইস একটি অলৌকিক নাম

ফাদার প্রশান্ত এস গমেজ

সাধু ব্লেইস সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্লেইস একটি অনন্য শ্রুতিমধুর নাম। শুনতে যেমন মধুময় তাঁর মুখের ভাষা ও অলৌকিক কার্যক্রম ততই অপূর্ব। মধ্যযুগীয় এক সাধক ও সাধু তিনি খ্রিস্টীয় পরিবারে বিশ্বাসের গঠন শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ হয়েছিলেন। প্রতি বছরই ৩ ফেব্রুয়ারি সাধু ব্লেইসের পর্ব পালন করে থাকি। ব্লেইস মানে আশীর্বাদ। আশীর্বাদের চিহ্ন দু'টি মোমবাতি crom যুক্তাকারে গলায় স্পর্শ করে মহান সাধুর আশীর্বাদ নিয়ে থাকি। গলার সমস্যা বা রোগযাতনা থেকে নিরাময়তার এক বিশ্বাস মন্ত্র আশীর্বাদ। তাই যাজক খ্রিস্টযাগের সময় সাধু ব্লেইসের জীবনের উপর আলোকপাত করেন এবং সকল খ্রিস্টভক্তের কণ্ঠে মোমবাতি স্পর্শ করে সকল প্রকার রোগ নিরাময়তার আশীর্বাদ কামনা করেন। আর তখন সকল খ্রিস্টভক্তগণ বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় নিয়ে সেই আশীর্বাদ লাভ করেন। সাধক সাধু ব্লেইজ, ঈশ্বরের গুণাবলী নিজ জীবনে অর্জন করেছিলেন এবং সেই আশ্চর্য মন্ত্র দিয়ে তিনি রোগমুক্ত করেছিলেন। সাধু ব্লেইস চতুর্থ শতাব্দীর তুর্কি ও আরমেনিয়া দেশের একজন প্রকৃত পালক বিশপ ও ধর্মশহীদ। তিনি বলতেন, যে কেউ তাঁর নাম স্মরণ করে মোমবাতি জ্বালাবে সে রোগমুক্তি লাভ করবে। সাধু ব্লেইস ছিলেন একজন স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষ আর এই স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষই হয়ে উঠেছিলেন বাস্তবতার আশীর্বাদের মানুষ। মোমবতির আশীর্বাদের মাধ্যমে সাধু ব্লেইস ভক্তজনগণের কাছে বহু জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। বহু ভক্তজনগণ বিশ্বাসের মাধ্যমে কষ্টের সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। সাধু ব্লেইস ছিলেন একজন আরোগ্য দানকারি চিকিৎসক। তাঁর মধ্যে কণ্ঠ রোগমুক্তির আশ্চর্য শক্তি ছিল। পরে তিনি যাজকপদ লাভ করেন এবং বিশপ হয়ে ধর্মপ্রদেশের মণ্ডলীর প্রকৃত পালক হয়ে ওঠেছিলেন। অবশেষে তিনি খ্রিস্টের সাক্ষ্য বহন করতে গিয়ে ধর্মশহীদ হলেন। রোম সম্রাট লিসিনিউসের কঠোর নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি শহর ছেড়ে চলে যান এবং পাহাড়ের গুহায় নিবৃত্তে দিন কাটাতে শুরু করেন। পাহাড়ের গুহায় সন্ন্যাসীরূপ নিয়ে ধ্যান, প্রার্থনা, অধ্যাত্ম সাধনায় ত্যাগ তিতিক্ষা করে জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। সাধু ব্লেইস কণ্ঠরোগ এবং অন্যান্য নিরাময়কারীর প্রতিপালক। তিনি যখন পাহাড়ের গুহায় দিন কাটাতে থাকেন তখন

একটি ছেলের গলায় মাছের কাঁটা আটকে যায়। তখন ঐ ছেলের মা তার ছেলেকে সাধু ব্লেইসের কাছে নিয়ে যান। সাধু ঐ ছেলেকে নিরাময় করে দেন। সাধু ব্লেইসের মধ্য থেকে ঐশরিক শক্তি বের হয়ে আসত আর সকল প্রকার গলার রোগ থেকে নিরাময় লাভ করত। শুধু মাত্র মানুষ নয় এমন কি বন্যপশুগুলোও তাঁর দর্শনে নিরাময় লাভ করত। যদি কোন পশু কোনভাবে আক্রান্ত বা অসুস্থ হয়ে পড়ত ঐ পশুগুলোও পাহাড়ের গুহায় তাঁর কাছে যেত নিরাময় লাভ করার জন্য।

সাধু ব্লেইস বিশ্বাস করতেন যে, মোমবাতি আশীর্বাদের পবিত্র সামগ্রী। যাদের গলায় কোন প্রকার সমস্যা, কণ্ঠের যন্ত্রণা, প্রদাহ যে কেন সমস্যা থাকুক না কেন মোমবাতির অপূর্ব আশ্চর্য শক্তি ঐ ব্যক্তির আরোগ্য দান করবেই। সাধু ব্লেইস মধ্যযুগীয় নিরাময়কারী চিকিৎসক হিসাবে অতি পরিচিত। জার্মান ও ফ্রান্স দেশে তাঁর জনপ্রিয়তা ব্যাপকতা লাভ করেছে। বাস্তবতায় কণ্ঠরোগ নিরাময় করা ঈশ্বরের দান। শ্রুতিমধুর কণ্ঠ মানুষকে আকর্ষণ না করে থাকতে পারবে না। কণ্ঠ ঈশ্বরের প্রশংসাগান করে। কণ্ঠস্বর ভাল না হলে সবাই বিব্রত হয়। তাই শুধুমাত্র গলার স্বর নয়। গলার নানা সমস্যায় অনেকে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়ে থাকেন তবুও অনেকে সেই কণ্ঠের সমস্যা সমাধান দিতে পারেনা। সাধু ব্লেইস একমাত্র শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে নিরাময়তা দান করে থাকেন। মোমবাতি একটি জ্বলন্ত সাক্ষ্যদান করে যা সাধু ব্লেইস নিজেই জীবন দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। সাধু ব্লেইস একমাত্র ব্যক্তি যিনি শুধু মানুষকেই নয় সকল বন্যপশু তাঁর কাছে নতি স্বীকার করে থাকে। এই দূরদর্শী সাধক ব্লেইস তাঁর ঐশরিক চিন্তা, চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় সাধনা করে গেছেন মানুষের কল্যাণ করাই হবে তাঁর জীবনের বাস্তবতা ও স্বার্থকতা। আমি আগেই বলেছি যে, ব্লেইস পাহাড়ের গুহায় বসে ধ্যানমগ্ন পরিবেশ নিয়ে এই অলৌকিক নিরাময় শক্তি ঈশ্বরের কাছ হতে পেয়েছিলেন। পরমেশ্বর সাধু ব্লেইসকে এই গুণটি অর্জন করতে সহায়তা করেছেন। জাগতিক ও বাস্তবতায় সব মানুষই একই গুণের অধিকারী নয়। বিভিন্ন গুণের গুণান্বিত মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টির সেরা জীব। শিল্পী, গায়ক, সাধক, প্রচারক, নেতা-নেত্রী যা কিছু বলি না কেন কণ্ঠ, বাক্য, কথা, গান যদি মিষ্টি না হয় তাহলে নিজেকে বিব্রত, ব্যর্থ বলেই মনে হবে। তাই শিল্পী বহু সাধনার মানুষ নিজেকে সিদ্ধি লাভের প্রচেষ্টায় ও স্বার্থকতা লাভের জন্য কত ত্যাগ তিতিক্ষা, পরিশ্রম, চর্চা করে গেছেন। তাই আজ তারা শিল্প জগতে শিল্পী হয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন। আমরা খ্রিস্টীয় মনোভাবাপন্ন মানুষ, বিশ্বাসের খ্যাতি অর্জন করাই আমাদের পরম লক্ষ্য। বাস্তবতায় ও জাগতিকতায় বিশ্বাসের শিথিলতা ব্যাপক লক্ষ্য করা যায়। সাধু ব্লেইস তাঁর চিন্তা, চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় মানুষের বিশ্বাসের উন্মেষ ঘটানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা বিশ্বাসের দ্বারে পৌঁছাতে পরিনি। তাই ৩ ফেব্রুয়ারি মহান সাধু ব্লেইসের পর্ব এই মোমবাতি আশীর্বাদ আমাদের গলার রোগযাতনা, যন্ত্রণা, সমস্যা নিরাময়তা দান করুক। তার জন্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন হৃদয়ের গভীর বিশ্বাস ও প্রার্থনা। সাধু ব্লেইস ৩১৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছেন॥

অপেক্ষা

জেসিকা লরেটো ডি'রোজারিও

ভালোবাসার শুদ্ধতম চিহ্ন হলো অপেক্ষা। আজ আমাদের ৩য় বিবাহ বার্ষিকী। তাই আমিও আমার প্রিয়তমেষুর অফিস থেকে ফেরার অপেক্ষায় রইলাম। সযত্নে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখলাম কেক, মোমবাতি, ত্রিশটি লাল গোলাপ, পায়েস, পুডিং ইত্যাদি। এসবই ওর পছন্দের। সব সাজানো শেষ হলে বেডরুমে আসলাম কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। বেডরুমে ঢুকতেই চোখ পড়লো আমাদের বিয়ের ছবিটার উপর। অজান্তেই ভাবতে লাগলাম তিন তিনটে বছর যেনো চোখের পলকেই শেষ হয়ে গেল। তবু মনে হয় এইতো মাত্র সেদিনের কথা। কত প্রেম, কত বিরহ, কত মানুষ অভিমান, কত ভালোবাসা মিশে রয়েছে এই তিনটি বছরে। অথচ কয়েক বছর আগেও কি জানতাম এ হৃদয়ে কি আছে ভাগ্যে? আমি তখন ক্লাস নাইনের ছাত্রী। রূপবতী হওয়ায় বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে কখনো বিয়ের, কখনো প্রেমের প্রস্তাব পেয়েছি। কিন্তু ওসবে আমার মন ছিলনা মোটেই। একমাত্র লক্ষ্যই তখন নিজের পায়ে দাঁড়ানো। আমার পনেরোতম জন্মদিনে আমি একটা স্বপ্ন দেখি। এমন নয় যে এ স্বপ্নটা আমি আগে দেখিনি। তবে সেদিন খুব সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। স্বপ্নটা এমন- আমার বয়স তেইশ কি চব্বিশ হবে। আমি খালি পায়ে সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটছি। সময়টা হবে ভোর পেরিয়ে সকাল ছুঁইছুঁই। পরনে আমার সাদা ব্লাউজ আর হালকা নীল রঙের শাড়ি, খোলা চুলে গোঁজা সাদা বেলি ফুল, হাতে নীল কাচের চুড়ি, কপালে ছোট্ট একটা নীল টিপ, চোখে কাজল, কেবলই হেঁটে যাচ্ছি আমি জানিনা কোথায়, কতদূর। আমার ঠিক সামনে তবে বেশ খানিকটা দূরে সাদা টি-শার্ট আর নীল জিন্সের প্যান্ট পড়ে দাঁড়িয়ে এক যুবক। বেশ লম্বা ছিমছাম গড়ন, যত চাইছিলাম তার কাছে ধরা দিতে, সে যেন হারাতে চায় দূরে আরও বহুদূরে। এই সেই স্বপ্ন যাকে কেন্দ্র করে কি বিষম এক মাদকতা, কি অসম্ভব এক উন্মাদনা। না চিনেছি তাকে, না করেছি স্পর্শ, তবু এ হৃদয় জানতো এই আমার সেই প্রিয়তমেষু, যার অপেক্ষায় কেটেছিলো আমার প্রহর শতসহস্র। যখনই এ হৃদয় ভাবতো অন্য কারো কথা এ স্বপ্ন যেন স্বপ্ন নয়, স্পষ্ট এক ইঙ্গিত দিতো আমাকে, আমি ঠায় দাঁড়িয়ে শুধুই অপেক্ষায় তার, সে শুধু কারো নয় শুধুই আমার। যতবার স্বপ্নে দেখেছি তাকে এ মন বলতো, জানতো এ হৃদয় খুব সহজে দেবেনা ধরা। অপেক্ষা আমায় করতেই হবে। তবু যেন হৃদয় মানতে চাইতোনা।

মরীচিকার মত ভুল হয়েছিলো আমারও। ভুল মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে। তবে ভুলই আমায় পথ দেখিয়েছিলো সব কিছুর উর্ধ্বে। আবারো স্বপ্নে দেখা দিলো প্রিয়তমেষু। এবার আমি তার আরও কাছে এগিয়ে। বুঝি ঘুম ভাঙ্গতেই দেবে ধরা। কিন্তু খুব সহজে মেলেনি দেখা তার। আমিও যেন হাল ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নই। এ যে কেবল স্বপ্ন নয়, ছিল আমার অদূর ভবিষ্যৎ। এক সময় ক্লান্ত আমি অপেক্ষায় তার, ভেবেছিলাম প্রিয়তমেষু কি দেবেনা দেখা? যখনই ভেবেছিলাম হাল দিব ছেড়ে, স্বপ্নের প্রিয়তমেষু এগিয়ে আসে আমার খুব কাছে। বারংবার আমি তাকে দেখেছি, না জাগরণে নয়, ঘুমের ঘোরে, তার স্পর্শ পেয়েছি। ঘুম ভেঙে যেতেই বিরহে কাতর আমি ভেবেছি আর কত অপেক্ষার প্রহর গুণতে হবে? অবশেষে আমার সকল অপেক্ষার অবসান হলো। তার সাথে মুখোমুখি হওয়ার আগের রাতে দেখেছিলাম তাকে। পেছন থেকে আমায় জড়িয়ে বললো ভালোবাসো??? উত্তরে বললাম, ভালোবাসি। অতঃপর তাকে বাস্তবে দেখা। মুখোমুখি হয়ে তার হারিয়েছিলাম ভাষা। এরপর আমাদের খুব কাছাকাছি আসা। আমাদের প্রেম হয়নি কখনো, নির্ঘাত ভালোবাসার চাইতে বেশি কিছু হয়েছিলো তাইতো হাতে হাত রেখে সুখ দুঃখের সঙ্গিনী হয়ে পার করলাম গত তিনটি বছর। এই তিনটি বছরে আর দেখা হয়নি সে স্বপ্ন, হৃদয় জানে, না জানুক কেউ আর হবেনা দেখা। শেষ সেই স্বপ্নে দেখেছিলাম তার মুখ। এই জীবনের ধ্রুবসত্যি আমার প্রিয়তমেষু, পৃথিবী জানুক। তার হাত ধরে কেটে গেছে তিনটি বছর। আজও বলা হয়ে ওঠেনি তাকে সেই স্বপ্নের কথা। যতবারই বলবো ভেবেছি, হৃদয় বলেছে থাক নাহয় কিছু আমার গোপন কথা, কিছু গোপন নাহয় মিশে যাক আমার সাথে করেই। বিশ্বাস সে করবে না জানি, কি হবে বলেই? হয়তো আজ নয় জীবনের শেষ কোনো একদিন বলে যাব এই পরম সত্যি। তাই জীবনের সেই শেষের অপেক্ষায় থাকলাম। প্রিয়তমেষুর প্রতি ভালোলাগা রয়ে গেছে সেই প্রথম দিনের মত। যার রেশ রয়ে যাবে আজীবন। এখনও আমি অপেক্ষায় তার গুণে যাই প্রহর, তাকে নিবিড় করে কাছে পাওয়ার। তার অফিস থেকে ফেরার। এই অপেক্ষায় ক্লান্তি নেই, নেই হতাশা, বিরহ। এই অপেক্ষায় শান্তি আছে, আছে আত্মতৃপ্তি। আছে স্বর্গীয় এক সুখ আর নিবিড় ভালোবাসা সারাটি জীবন ওই হাতদুটো ধরে হাঁটতে চায়, এ হৃদয় অচিন কোনো এক গন্তব্যে, শেষ না হোক এ অপেক্ষা। এ অপেক্ষা বয়ে আনুক অফুরন্ত ভালোবাসা আর অটুট রাখুক পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। নিজের অজান্তেই জল গড়িয়ে পড়ছে আমার চোখ হতে। সত্যি কি এমনও হয়? ফোন হাতে নেই তাকে কল করার জন্য। এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠলো। দরজা খুলতেই দেখি দাঁড়িয়ে আমার প্রিয়তমেষুর সরলতার হাসিমাখা প্রিয়মুখ। বিশাল এক ফুলের তোড়া আর একটা গিফটের প্যাকেট নিয়ে। আমায় জড়িয়ে বললো "হ্যাপি বার্থ এনিভার্সারি"। আমার অপেক্ষার অবসান হলো। এখন শুধু সারাটা জীবন ভালোবাসায় আর ভালো থাকার অপেক্ষা॥

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

আদি ঢাকাইয়া ভাষা

বাংলার সুবেদার ইসলাম খাঁ ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা শহরে আসেন। এর সঙ্গে অসংখ্য উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ভারতীয়, আফগান, ইরান-আরবি বহিরাগত মুসলমান ও হিন্দুরা ঢাকায় আসেন। এই ধারা প্রায় ২৫০ বছর চলমান ছিল। এই ব্যাপক জনগোষ্ঠী পুরান ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বসতি স্থাপন করেছিল। এদের বংশধররাই বর্তমান ঢাকার অধিবাসী। তাদের ভাষা ছিল হিন্দুস্থানী, হিন্দী ও উর্দু ভাষার মিশ্রণে এক নতুন বাংলা ভাষা যা ছিল মিশ্রিত কথ্য ভাষা এটাই ঢাকাইয়া আদি ভাষা বা ঢাকাইয়া কুট্টি ভাষা ; পুরান ঢাকার অসংখ্য আদি অধিবাসীগণ এই কথ্য ভাষায় কথা-বার্তা বলে থাকেন । ঢাকাইয়া বংশধরেরা এই ভাষায় কথা বলেন, সংস্কৃতির চর্চা ও সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলেছেন ।

মিশ্রিত আদি ঢাকাইয়া ভাষাকে বর্তমানে ঢাকাইয়া "সেক্সি" ভাষা বলে পরিচয় দেন। ঢাকার সূত্রাপুর, কোতোয়ালি, বংশাল, চকবাজার, লালবাগ থানার অন্তর্গত বিভিন্ন মহল্লায় আদি ঢাকাইয়া বা সোব্বাসিরা ঢাকায় আগমনকারী অভিবাসীদের বংশধর। মুঘল আমলে প্রশাসনিক, সামরিক ও বানিজ্যিক সহ বিভিন্ন কারণে এরা ভারতের আগ্রা, দিল্লী সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ঢাকায় বসতি স্থাপন করেছে। এদের অধিকাংশের ভাষা ছিল হিন্দুস্থানি। সুখে বাস করা সোব্বাস শব্দটি থেকে সোব্বাস শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ঠিক যেমন "চাঁদনি ঘাট" থেকে হয়েছে "চান্নি ঘাট"। রায় সাহেবের বাজার থেকে হয়েছে "রায় বাজার", শেখ সাহেব বাজার থেকে "সিফ্রা বাজার" গবেষকগণ লিখেছেন যে - আঠারো শতকে ঢাকা চাল ব্যবসার কেন্দ্র ছিল, সে সময় ব্যবসায়ীরা ছিল মারোয়ারি। তারা বাংলাভাষী চাল ব্যবসায়ীদের সাথে হিন্দুস্থানী "রিখতা" ভাষায় কথা বলতেন।

সরকারি ও বেসরকারি কোর্ট-কাচারিতে, সভা-সমিতিতে হিন্দুস্তানির ব্যবহার ছিল। ক্রমে ফরাসী ভাষার প্রচলন শুরু হয়, ১৬১০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই ঢাকার সব শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে সোব্বাসি ভাষায় পরিচালিত হয়। সোব্বাসি ভাষা মূলত কথ্য ভাষা তাই উপভাষা হয়ে ওঠে। এই ভাষার কোন নমুনা লিখিতভাবে নেই। লিখিত যতটুকু নমুনা পাওয়া যায় সেটা সামিক গঞ্জের ভাষার। আদি ঢাকাইয়ারা বংশপরম্পরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার মাধ্যমে এই কুট্টি ভাষা প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়। সোব্বাসিদের নিজস্ব গল্প, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ইতিহাস এভাবেই শ্রুতির মাধ্যমে চলমান। সোব্বাসি ভাষা কখনোই কোনো বর্ণমালা ব্যবহার করেনি। ইদানিং বাংলা বর্ণমালা ব্যবহার করে সোব্বাসি ভাষায় লেখালেখি হচ্ছে। এ বছর বাংলায় ঢাকাইয়া সোব্বাসি ডিক্সেনারি বা অভিধান প্রণীত হয়েছে।

ভাষা প্রবাহমান নদীর মত, চলার পথে যা পায় তাকেই সাথী করে সামনের দিকে ধাবিত হয়। পেছনে ফেরার কোন উপায় নেই। প্রতিনিয়ত তাই প্রতিশব্দ নতুন নতুন শব্দের উৎপত্তি হচ্ছে আবার অনেক আদি ঢাকাইয়া শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। সোব্বাসীরা বাংলা দু'রকম আ-কার ব্যবহার করে থাকে। ই-র ব্যবহার ক্ষেত্র ভেদে "এ" যেমন- এংরেজ, এন্তেকাল। সোব্বাসীরা চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করেনা। তারা আরবি ও ফারসি ভাষার সঙ্গে একটা সংস্কৃতির বন্ধন সর্বদা অটুট রাখার চেষ্টা করে থাকে। এদের পূর্বপুরুষ দিল্লী বা আগ্রা থেকে এখানে যারা স্থায়ী বসতি গড়েছিলেন, তাদের ভাষা ছিল উর্দূ। তাদের ভাষায় পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার নেই। তাদের সংগীতের আসর ও চর্চা ছিল ঠুমরি এবং খেয়াল, সেগুলো হিন্দুস্থানী ভাষায় গাওয়া হতো।

ইংরেজ আমলে উর্দূ চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল লক্ষৌ, আগ্রা ও হায়দারাবাদ। সে সময় ঢাকার নবাব পরিবার উর্দূ ভাষা ব্যবহার করত। পুরান ঢাকার ভাষা দুই ধরনের- সোব্বাসি ও কুট্টি.. দুটিই ঢাকার নগর উপভাষা। উচ্চারণে মিলের চেয়ে অমিলই বেশী।

উদাহরণ :

১/ বাংলা : কুঁজোর আবার চিত হয়ে ঘুমানোর শখ। ২/ সোব্বাসি : কুজকা ফের চেত হোকে সোনেকা শওখ। ৩/ কুট্টি : গুজারবি আবার চিত অয়া হুইবার সক্।

১/ বাংলা : কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না। ২/ সোব্বাসি : কোত্তাকা পেটমে ঘি হাজাম হোতানি। ৩/ কুট্টি : কুত্তার পেটে গি অজম অহে না।

১/ বাংলা : বসতে দিলে ঘুমাতে চায়। ২/ সোব্বাসি : বায়েটনে দেনেসে সোনে মাংতা। ৩/ কুট্টি : বইবার দিলে হুইবার চায়।

১/ বাংলা : মা ডাকছে। ২/ সোব্বাসি : আম্মাজান বোলারাহি । ৩/ কুট্টি : আম্মা বোলাইছে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে ইংরেজরা চলে যায়। তখন ভারত থেকে অসংখ্য মুহাজির ঢাকায় চলে আসে। তাদের আমরা বিহারী বলি। তাদের কথ্য ভাষায় উর্দূর প্রভাব ছিল। বর্তমানে অনেক ঢাকাইয়া কুট্টি বা সোব্বাসি ভাষা থেকে বিলুপ্তি হচ্ছে। বাংলাদেশ হওয়ার পরে অনেক বাংলা শব্দ কুট্টি ভাষায় প্রবেশ করেছে। তবে ঢাকার আদি ভাষা এখনও ঢাকার বুকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

এখনো ঢাকা শহরের আদি অধিবাসীগণ এই কথ্য ভাষায় ব্যবহার করে পরিবারে, সমাজে ও হাট-বাজারে; সামাজিক অনুষ্ঠানে। তবে ঠিক কত মানুষ এই ভাষায় অভ্যস্থ তা বলা মুশকিল। এই কুট্টি ভাষা ঢাকা নগরের উপভাষা, বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে বা গ্রামে ব্যবহৃত হয়না। ঢাকাইয়ারা গর্বের সাথে বলে থাকেন : "কুট্টি ভাষা হামারা গার্ভ হোরা হদসসা"।

"আমি কেমুন কইরা কোমু, তুমি স্রেফ আমার, তুমি আমার আন্দার গরের ইলেকট্রি বাত্তি; তুমি আমার, বাদলা দিনের ভূনা খিচুরি।"

কৃতজ্ঞতায় : মো: শাহাবুদ্দিন, সাভার কলেজ; সম্পাদক বাংলা- সোব্বাসী ডিক্সেনারি বিভাগ॥

তুমি যা, তাই নিয়ে তুমি সন্তুষ্ট থাক

এক দেবতার একটি ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটি দেখতে সুশ্রী এবং অনেক গুণ সম্পন্ন ছিল। তথাপি ঘোড়াটি সন্তুষ্ট ছিল না, তাই সে আরও সৌন্দর্য ও গুণ চেয়ে দেবতার কাছে প্রার্থনা করল, যাতে সে একেবারে অতুলনীয় হয়ে উঠতে পারে। একদিন ঘোড়াটি দেবতার কাছে মিনতি জানাল, "প্রভু, আপনি আমাকে যে সৌন্দর্য এবং ভাল গুণাবলী দিয়ে গড়ে তুলেছেন, তার জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার ইচ্ছা, আপনি আমাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তোলেন।"

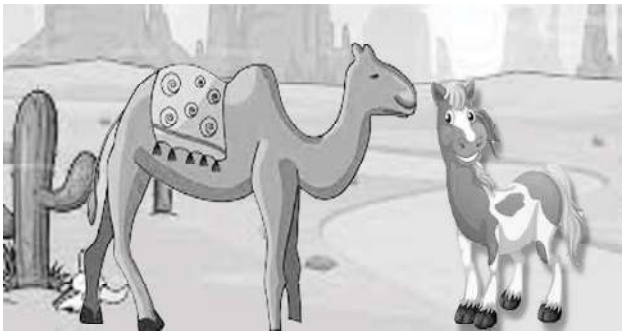

তখন দেবতা বললেন, "আমি তোমাকে আরও সুশ্রী করে গড়ে তুলতে প্রস্তুত আছি। বল, কিভাবে তুমি পরিবর্তিত হতে চাও?" ঘোড়াটি উত্তরে বলল, "আমার মনে হয় আমার গঠন আকৃতি যথাযথ নয়, আমার গলা খুব খাটো, যদি আপনি আমার গলাটি আর একটু লম্বা করে দিতেন তহলে আমার দেহের উপরের অংশ অত্যন্ত শোভনীয় হয়ে ওঠত। যদি আপনি আমার পাগুলো আরও লম্বা ও সরু করে দিতেন, তাহলে আমার শরীরের নিচের অংশ খুবই সুশ্রী দেখাত।" দেবতা বললেন, "তথাস্তু! তাই হোক। তৎক্ষণাৎ ঘোড়াটি উটে রূপান্তরিত হলো। ঘোড়াটি খুবই মর্মাহত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হে প্রভু, আমি আরও সুন্দর হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু এই রূপান্তরিত আকৃতি কি আমার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে?"

দেবতা তখন বললেন, "তোমার ইচ্ছানুযায়ীই তোমাকে রূপান্তরিত করা হয়েছে, এখন তুমি দেখতে একটি উটের মতো।" ঘোড়াটি তখন কেঁদে কেঁদে বলল,"আমি উট হতে চাইনি, আমি ঘোড়া হয়েই থাকতে চাই। ঘোড়া হিসাবেই সবাই আমাকে প্রসংশা করে। এখন আর উট হিসাবে কেউ-ই আমাকে প্রসংশা করে না।"

তখন দেবতা এই কথা বললেন,"তোমাকে যা দিয়েছি তার থেকে বেশি কখনও অর্জন করতে কিংবা পেতে চেয়ো না। যদি তুমি অতিরিক্ত উচ্চাবিলাসী হও, তবে প্রতি মুহূর্তে তুমি শুধু বেশি বেশি প্রত্যাশা করবে। কিন্তু তোমার ধারণাই নেই যে, এর পরিনাম কী হতে পারে। যদি তুমি আরও লম্বা পা ও গলার জন্য কান্নাকাটি কর, তা হলে এ রকমই ঘটবে। প্রতিটি সৃষ্টিকে আমি উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছি। যদিও উট তোমার মত সুশ্রী নয়, তথাপি সে কিন্তু অধিক ভারী বোঝা বহন করতে পারে এবং তার রয়েছে চমৎকার দায়িত্ব জ্ঞান।

সহায়ক গ্রন্থ: গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা (১ম খণ্ড)
অনুবাদ : সংকলন ও সম্পাদনা
ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি

মেঘা মারীয়া গমেজ
হলি চাইল্ড আইডিয়াল স্কুল
৪র্থ শ্রেণি

পবিত্র শিশু মঙ্গল দিবসে

মাস্টার সুবল

পবিত্র শিশু মঙ্গল দিবসে
আমাদের প্রার্থনা হোক মঙ্গলময়
পবিত্র এ শিশুদের কথা
মনে রাখি যেন সর্বক্ষণ।

শিশুদের প্রতি যিশুর ভালবাসা
পবিত্র বাইবেলে রয়েছে লেখা,
পিতা ও পুত্রের রহস্যময় কথা
শিশুদের কাছে হয়েছে প্রকাশ।

যখন কয়েকটি শিশুকে
এনেছিলেন যিশুর কাছে,
শিষ্যেরা তাদের করেছিলেন ভর্ৎসনা
যিশুর এ মঙ্গলময় কাজে।

যিশু বলেছিলেন শিষ্যদের
শিশুদের আসতে দাও আমার কাছে,
কারণ যারা এদেরই মত
স্বর্গরাজ্য তাদেরই যে।

ফাদার বার্ণাড টুডু-এর যাজকীয় অভিষেকের রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন

বরেন্দ্রদূত রিপোর্টার ▯ গত ১৫ জানুয়ারি, রোজ শনিবার ২০২২ খ্রিস্টাব্দে সাধু যোসেফের ধর্মপল্লী রহনপুরে ফাদার বার্ণাড টুডু-এর যাজকীয় জীবনের ২৫ বছরের পূর্তি উপলক্ষে রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। জুবিলী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিস্বরূপ গত ১৪ জানুয়ারি বিকাল ৫:৩০ মিনিটে গির্জায় পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা করা হয়। ১৫ জানুয়ারি খ্রিস্টযাগের আগে ফাদার বার্ণাড টুডুসহ তার সহপাঠী জুবিলী উদ্‌যাপনকারী ফাদার বার্ণাড রোজারিও, ফাদার দিলীপ এস কস্তা ও ফাদার সুশান্ত ডি' কস্তাকে দারাম করে গির্জা প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। অতঃপর সান্তালি কৃষ্টি অনুযায়ী প্রথমে তাদের পা ধোয়ানো হয় এবং পরে ফুলের মালা ও গানের মধ্যদিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগের জন্য প্রস্তুত করা হয়। শোভাযাত্রা করে জুবিলী উদ্‌যাপনকারী ফাদারগণ, বিশপ মহোদয় ও অন্যান্য ফাদারগণ বেদীপ্রান্তে উপনীত হন। এরপর ২৫ বছরের ২৫টি প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও ও এ বছর জুবিলী উদ্‌যাপনকারী চার জন ফাদার।

জুবিলীর এই মহা খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ১৮ জন ফাদার, বেশ কয়েকজন সিস্টার এবং বিভিন্ন গ্রামের প্রার্থনা পরিচালকগণসহ খ্রিস্টভক্তগণ। জুবিলীর মহা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জয়ন্তী উদ্‌যাপনকারী ফাদার বার্ণাড টুডু। তিনি তার উপদেশে যাজকীয় জীবনের বিভিন্ন ঘটনার আলোকে সুখ-দুঃখ ও আনন্দের সহভাগিতা করেন। বিশেষভাবে তার যাজকীয় জীবনের বিনা দোষে তিন মাসের কারাবন্দি অবস্থাকে সাধু পৌলের জীবনের কারাবন্দির সঙ্গে তুলনা করে তিনি বলেন, 'এই অভিজ্ঞতা যদিও কষ্টের ছিল তবুও সাধু পৌলের দিকে তাকিয়ে আমার এই দুঃখ-কষ্টকে অনেকাংশেই সাধু পৌলের চেয়ে কম বলেই মনে করি।'

খ্রিস্টযাগের শেষে বিশপ মহোদয় এ বছরের জুবিলী উদ্‌যাপনকারী চারজন ফাদারকেই শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানান। বিশেষভাবে ফাদার বার্ণাড টুডুকে তার শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বলেন; সত্যিই ফাদার বার্ণাড টুডু'র জীবনের জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তার এই সুদীর্ঘ ২৫টি বছর শুধুমাত্র আনন্দেরই ছিল না, ছিল যিশুর ক্রুশের বোঝাও। আজকে আমরা তাকে অভিনন্দন জানাই এবং প্রার্থনা করি যেন আগামী দিনগুলিও তিনি বিশ্বস্ততার সাথে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করে মঙ্গলবাণী প্রচার করার কাজে সদা তৎপর থাকতে পারেন। বিশেষভাবে আজকে তার প্রয়াত মা-বাবার জন্যে প্রার্থনা করি; যেন ঈশ্বর তাদেরকে চিরশান্তি ও অনন্ত বিশ্রাম দান করেন।

খ্রিস্টযাগের পরপরই রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপনকারী ফাদার বার্ণাড টুডুকে ঘিরে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও জুবিলী উদ্‌যাপনকারী ফাদার বার্ণাড টুডুকে প্রীতি উপহার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে ফাদর বার্ণাড টুডু'র পরিবারে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়॥

চট্টগ্রামে ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স এর যাজকীয় অভিষেকের রজত জয়ন্তী পালন

এলড্রিক বিশ্বাস ▯ গত ৭ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল গির্জায় সকাল ১০ টায় ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স এর যাজকীয় অভিষেকের রজত জয়ন্তীর (১৯৯৬-২০২১) খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিসের বিশপস্ হাউজের রেক্টর ও জামালখান কাথলিক ধর্মপল্লীর ভারপ্রাপ্ত পাল পুরোহিত হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

খ্রিস্টযাগের শুরুতে আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি বলেন, একজন যাজক অভিষিক্ত চিরকালের জন্য, যাজক অনেক অনেক আশীর্বাদিত। তিনি ফাদার টেরেন্স রড্রিক্সকে শুভেচ্ছা জানান। খ্রিস্টযাগে ২৫ টি মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয়। খ্রিস্টযাগের উপদেশে চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিসের ভিকার জেনারেল ফাদার লেনার্ড সি রিবেরু বলেন, ফাদার টেরেন্স কর্তৃপক্ষের সাথে শ্রদ্ধাভাজন ছিল এবং আনন্দের সাথে পালকীয় কাজ করেছেন। আজ আরো ৩ জন যাজক ফাদার টেরেন্সের সাথে তাদের যাজকীয় জীবনের ২৫ বছর পালন করছেন, তারা হলেন ফাদার দীলিপ এস কস্তা, ফাদার সুশান্ত খ্রিস্টফার ডি' কস্তা ও ফাদার সিলভানুস হেম্ব্রম।

খ্রিস্টযাগের পর ছিল সেন্ট প্ল্যাসিডস্ স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তনে সম্বর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, ফাদার লেনার্ড সি রিবেরু, মিসেস অনিতা মন্ডল, অনুভূতি ব্যক্ত করেন ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স, ফাদার দীলিপ এস কস্তা, ফাদার সুশান্ত খ্রিস্টফার ডি' কস্তা ও ফাদার সিলভানুস হেম্ব্রম। চট্টগ্রামে ফাদার টেরেন্স রড্রিক্স এর যাজকীয় অভিষেকের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে স্মরণিকার মাড়ক উন্মোচন করেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিসের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি ও সাথে ছিলেন ফাদার লেনার্ড সি রিবেরু, পাল-পুরোহিত, চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী ও ভিকার জেনারেল, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিস। আগের দিন ৬ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, সন্ধ্যা ৬ টায় চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল গির্জায় ছিল সাক্রামেন্তীয় আরাধনা। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন এলেক্সসিয়াস ছেড়াও ও মিস শার্লিন গনসালভেস॥

ব্রতীয় জীবনে রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

ব্রাদার সরোজ

ব্রাদার লরেন্স শাওন পালমা সিএসসি ▯ গত ১৪ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত দেউলিয়া গ্রামের সন্তান ব্রাদার সরোজ ভিনসেন্ট গমেজ, সিএসসি তার নিজ বাড়িতে ব্রতীয় জীবনের ২৫ বছরের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেন। ১৩ তারিখ সন্ধ্যায় ক্ষুদ্র প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ভাব গাম্ভীর্যের সাথে মঙ্গলানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ব্রাদারের পরিবার ও নিকট আত্মীয়-স্বজনরা উপস্থিত থেকে ব্রাদারের জন্য প্রার্থনা করেন ও ব্রাদারকে আশীর্বাদ করেন। ১৪ তারিখ সকাল ১১টায় জয়ন্তীর মহাখ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার লেনার্ড রিবেরু। আরো উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার খোকন ভিনসেন্ট গমেজ, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সম্পাদক ফাদার বুলবুল রিবেরু সহ কিছু সংখ্যক ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার এবং শতাধিক খ্রিস্টভক্ত। পবিত্র খ্রিস্টযাগে ফাদার লেনার্ড রিবেরু অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উপদেশবাণী রাখেন। খ্রিস্টযাগের পর পরিবার ও গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে ব্রাদারকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। ব্রাদার সরোজ ভিনসেন্ট গমেজ সিএসসি দেউলিয়া গ্রামের প্রথম ব্রাদার। আমরা তার এই সুন্দর জীবনের জন্য ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি এবং তার দীর্ঘায়ু কামনা করি। আগামী দিনেও যেন ব্রাদার সুস্থ থেকে বিশ্বস্তভাবে ব্রতীয় জীবন যাপন করতে পারেন এবং তার সেবা দায়িত্ব পালন করে যেতে পারেন এই প্রার্থনা করি॥

এসএমআরএ সংঘের সিস্টারদের হীরক, সুবর্ণ, রজত জয়ন্তী ও আজীবন ব্রত উৎসব উদ্‌যাপন

সিস্টার মেরী চন্দ্রা এসএমআরএ ▯ বিগত ৬ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ বৃহস্পতিবার দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের ধর্মপল্লী, তুমিলিয়াতে এসএমআরএ সন্ন্যাস সংঘের ১২ জন ভগিনীর সন্ন্যাস জীবনের হীরক, সুবর্ণ, রজত জয়ন্তী উৎসব এবং চার জন ভগিনীর আজীবন ব্রত গ্রহণ উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপন করা হয়। তন্মধ্যে সিস্টার মেরী সুপ্রিয়া ৬০ বছর পূর্তি, সিস্টার কনসোলাটা ও দীপ্তি সুবর্ণ জয়ন্তী, সিস্টার ইম্মাকুলেট, জেইন, ক্যাথরিন, ফ্লোরিন ও লুইজা রজত জয়ন্তী উৎসব এবং সিস্টার অন্যা, অরিলিয়া, প্লেইজী ও ঐশী আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। উৎসবকারী ভগিনীদের উদ্দেশে পূর্ব সন্ধ্যায় বিশেষ আরাধনা অনুষ্ঠান করা হয়। পরে তাদের মঙ্গল কামনা করে মঙ্গলানুষ্ঠান করা হয় ও জ্বলন্ত প্রদীপ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই মহতী দিনের শুরুতেই সকাল ১০:৩০ মিনিটে শোভাযাত্রা করে কীর্তন সহযোগে খ্রিস্টযাগের উদ্দেশে গির্জা অভিমুখে যাত্রা করা হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই। উপদেশের শুরুতেই তিনি উৎসব পালনকারী সিস্টারদের অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, মণ্ডলীতে এসএমআরএ সিস্টারদের এই দীর্ঘকালীন সেবাদানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি ব্রতীয় জীবনের সৌন্দর্য, মণ্ডলীতে সন্ন্যাস সংঘের গুরুত্ব সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। খ্রিস্টযাগে আরো উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও সহ ৫২ জন ফাদার, বিভিন্ন সংঘ থেকে আগত সিস্টারগণ, ব্রাদারগণ ও আত্মীয়পরিজন এবং এসএমআরএ সিস্টারগণ। খ্রিস্টযাগ শেষে সিস্টারদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। মধ্যাহ্নভোজের পর সন্ধ্যায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে॥

ব্রাদার হ্যামলেট ফ্রান্সিস গোছাল সিএসসি- এর সন্ন্যাস জীবনের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন

মঙ্গলময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিগত ২৯ ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর অন্তর্গত দক্ষিণ ভাসানিয়া গ্রামের নিজ বাড়ীতে ব্রাদার হ্যামলেট ফ্রান্সিস গোছাল সিএসসি সন্ন্যাস জীবনের রজত জয়ন্তী মহাসমারোহে পালন করা হয়। জয়ন্তীর এই খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই। উক্ত খ্রিস্টযাগে ১২ জন ফাদার, ২৩ জন ব্রাদার ও ৫ জন সিস্টারসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত এবং ব্রাদারের আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সন্ন্যাস জীবনে তিনি বিভিন্ন স্থানে সেবা প্রদান করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে সেন্ট পলস মাইনর সেমিনারী, জলছত্র, করপোস খ্রিষ্টি উচ্চ বিদ্যালয়, জলছত্র, বিড়ইডাকুনি উচ্চ বিদ্যালয়, বালচছামো হোস্টেল আরও বিভিন্ন স্থানে তিনি সেবা দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ব্রাদার এর মঙ্গল কামনায় পূর্বের দিন সন্ধ্যায় আধ্যাত্মিকপূর্ণভাবে মঙ্গল অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়॥

হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ রাজশাহী- এর আত্মপ্রকাশ, শিক্ষাবর্ষ উদ্বোধন ও নবীন বরণ-২০২২ খ্রিস্টাব্দ

হিলারিউস মুরমু ▯ ১৮ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষাবর্ষের উদ্বোধন, নবীন বরণ এবং হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ রাজশাহী- এর আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জয়া মারীয়া পেরেরা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রাজশাহী, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বিশপ রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ, সুক্লেশ জর্জ কস্তা, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল, ড. ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি, প্রভিন্সিয়াল, হলি ক্রস ব্রাদারস্, বাংলাদেশ এবং চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি, হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী।

প্রথমেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে উদ্বোধনী নৃত্যের সাথে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। এরপর অনুষ্ঠানের সাগত বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ ব্রাদার প্লাসিড রিবেরু। তিনি হলি ক্রস স্কুলের উদ্বোধনকে রাজশাহীর বুকে একটি নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করেন। এরপর বক্তব্য রাখেন কারিতাস রাজশাহী আঞ্চলিক পরিচালক সুক্লেশ জর্জ কস্তা। তারপর রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও উপস্থিত প্রভিন্সিয়াল ব্রাদার সুবল এল রোজারিওসহ সকল ব্রাদারদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন, তাদের সুন্দর উদ্যোগের জন্য। উক্ত বিশেষ দিনে ৬ষ্ঠ শ্রেণির একজন ছাত্রীও তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। এরপর সহভাগিতা করেন ব্রাদার বিনয়। তারপর উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রদ্ধেয় জয়া মারীয়া পেরেরা বলেন 'হলি ক্রস' শব্দটা আমার মনে প্রাণে আছে। কেননা আমি নিজেই একজন হলি ক্রসের ছাত্রী ছিলাম। একজন আদর্শ মানুষ হবার জন্য যা যা প্রয়োজন তার সবই শিক্ষা দেওয়া হবে। তিনি সকল অভিভাবকদের, সন্তানদের প্রতি যত্নবান হবার জন্য বলেন।" অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি ব্রাদার সুবল এল. রোজারিও বলেন, আমরা আপনাদের ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষিত করব। আপনাদের ছেলে-মেয়েরা যেন মানুষ হয়, সে যেন সৎ থাকে, ন্যায়বান হয়, সে যেন পরিশ্রমী হয়, সে যেন নিজের মঙ্গল করে, দেশের মঙ্গল করে, অন্যের মঙ্গল করে এবং সে যেন অন্যদেরকে সেবা করে।

অতঃপর অধ্যক্ষসহ সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ শ্রেণিকক্ষ পরিদর্শন করার মধ্যদিয়ে নবীন বরণ অনুষ্ঠানের এবং হলিক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নব-নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের শপথ অনুষ্ঠান

বকুল রোজারিও ▯ গত ২১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রোজ শুক্রবার, মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর নব-নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সমিতির কার্যালয়ের হলরুমে নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান রঞ্জন রবার্ট পেরেরা এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের

প্রধান অতিথি হিসাবে আসন অলংকৃত করেন মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও সিএসসি, গেষ্ট অব অনার হিসাবে আসন গ্রহণ করেন বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান এবং কাককো ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি নির্মল রোজারিও, দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা এর ভাইস চেয়ারম্যান আলবার্ট আশিস বিশ্বাস, সেক্রেটারি হেমন্ত আই কোড়াইয়া, মঠবাড়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ি সমিতির চেয়ারম্যান সুরেন রিচার্ড গমেজ, ভাইস চেয়ারম্যান ডেভিড রোজারিও, মঠবাড়ী ক্রেডিট এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান থিওফিল রোজারিও, প্রাক্তন কর্মকর্তা শিশির লুক কোড়াইয়া, মাল্লা ক্রেডিট ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান স্বপন রোজারিও, সমিতির উপদেষ্টাবৃন্দ, কর্মীবৃন্দ এবং সম্মানিত সদস্য-সদস্যাবৃন্দ। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার উজ্জ্বল লিনুস রোজারিও। তাকে সহায়তা করেন ব্রাদার রুবেন গমেজ। পরে ফাদার নব-নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির ২২জন কে মোমবাতি প্রজ্বলন করে শপথবাক্য পাঠ করান। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন যে, প্রতিষ্ঠান ঈশ্বরের নামে খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে তাদের সব কাজ মহান সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ বর্ষিত হবে এবং প্রতিষ্ঠান উন্নতি লাভ করবে। তিনি নব-নির্বাচিত কর্মকর্তাদের সততা, নিষ্ঠা ও পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থার সহিত সদস্য-সদস্যাদের সেবা করার আহ্বান জানান। গেষ্ট অব অনার নির্মল রোজারিও বলেন, মঠবাড়ী ক্রেডিট এর সুন্দর, স্বচ্ছ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ নতুন বোর্ড এসেছে। তিনি নব-নির্বাচিত পরিষদের সাফল্য কামনা করেন। অন্যান্য বক্তাগণ ও নব-নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা পরিষদের সফলতা কামনা করেন।

পরিশেষে নব-নির্বাচিত চেয়ারম্যান রঞ্জন রবার্ট পেরেরা সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং সকলের কাছে আশীর্বাদ কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

চট্টগ্রামে খ্রিস্টীয়ান স্টুডেন্টস্ অর্গানাইজেশন (সিএসও) এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত

এলড্রিক বিশ্বাস ▯ গত ১৬ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রাত ৮ টায় চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল হলে খ্রিস্টীয়ান স্টুডেন্টস্ অর্গানাইজেশন (সিএসও) এর বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে প্রার্থনা করেন ফাদার সজল আন্তনী কস্তা। অয়োনা গনসালভেসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিএসও'র সভাপতি নোবেল গোমেজ। মঞ্চে আরো আসন গ্রহণ করেন সেক্রেটারী মৌসুমী গোমেজ, সহ-সভাপতি জয় জেভিয়ার মূর্মু, অর্থ সম্পাদক লিখন গোমেজ। বার্ষিক সাধারণ সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফাদার লেনার্ড সি রিবেরু, পাল পুরোহিত, চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী ও ভিকার জেনারেল, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন আর্চডায়োসিস। তিনি তার বক্তব্যে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন সিএসও'র চলমান ধারাকে আরো বেগবান করার আহ্বান জানান। বিভিন্ন প্রোগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য বলেন।

খ্রিস্টীয়ান স্টুডেন্টস্ অর্গানাইজেশন (সিএসও) এর প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক (১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) এলড্রিক বিশ্বাস তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে সিএসও'র চলমান ধারা অব্যাহত রাখার জন্য যারা বর্ষে বর্ষে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি ছাত্র ছাত্রীদের নিজের পড়াশুনার পাশাপাশি সিএসও'র কাজের মাধ্যমে শিক্ষা লাভের আহ্বান জানান। পরে বার্ষিক কার্যক্রমের প্রতিবেদন ও হিসাব প্রদান করা হয় ও আলোচনায় অংশ নেন রাফায়েল গোমেজ, ম্যাথিও ফ্রান্সিস গোমেজ, লুসেল কর্ণেলিউস ডায়েস, কেলভিন গনসালভেস, এন্টনী শাওন বিশ্বাস, থিও মার্টিন ও আরো অনেকে।

এরপর ছিল নির্বাচন পর্ব। নির্বাচন পরিচালনা করেন এলড্রিক বিশ্বাস, সহযোগিতায় ছিলেন পল রাফায়েল গোমেজ, ম্যাথিও ফ্রান্সিস গোমেজ, লুসেল কর্ণেলিউস ডায়েস। নির্বাচনে কার্যকরী পরিষদে নির্বাচিত হন সভাপতি জয় নিকোলাস মূর্মু, সেক্রেটারী জুলিয়ান ডি' কস্তা, ট্রেজারার জেসন রিবেরু, সহ-সভাপতি লিখন গোমেজ, সহ-সম্পাদক সারা থিগিদী, আইটি ও যোগাযোগ সম্পাদক এলেক্স ফার্ণানডেজ, ক্রিড়া সম্পাদক লিওনার্ড পোপ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক নিকোলা রোজারিও, কার্যকরী পরিষদের সদস্যবৃন্দ এমোস ভূইয়ান, ইলেন গোমেজ, গ্লোরিয়া হিউবার্ট ও আয়োনা গনসালভেস। সবশেষে সভাপতি সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন ও সবাইকে ধন্যবাদ জানান॥

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা
THE CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD., DHAKA
(স্থাপিত ঃ ১৯৫৫ খ্রিঃ রেজিঃ নং-৪২/১৯৫৮/ Estd. 1955, Regd. No. 42/1958)

সূত্রনং : দিসিসিসিইউএল/এইচআরডি/সিইও/২০২১-২০২২/৫৫৪ তারিখ : ২৪ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

পুনঃ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা-এর মণিপুরী পাড়া ছাত্রী হোষ্টেল-এর জন্য নিম্নলিখিত পদসমূহে নিয়োগের নিমিত্ত যোগ্য প্রার্থীদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্র: নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
০২	রাধুঁনী (চুক্তিভিত্তিক), মনিপুরীপাড়া ছাত্রী হোষ্টেল	০১	অনুর্ধ্ব ৪০ বছর	মহিলা	আলোচনা সাপেক্ষ (আবাসিক সুবিধা প্রদান করা হবে।)	- সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণী পাশ হতে হবে। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল যোগ্য। - সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৩	সহকারী রাধুঁনী (চুক্তিভিত্তিক), মনিপুরীপাড়া ছাত্রী হোষ্টেল	০১	অনুর্ধ্ব ৪০ বছর	মহিলা	আলোচনা সাপেক্ষ	- সর্বনিম্ন ৮ম শ্রেণী পাশ হতে হবে। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল যোগ্য। - সংশ্লিষ্ট কাজে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শর্তাবলী:-

০১। আবেদনপত্র ও ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবিসহ পূর্ণজীবন বৃত্তান্ত পাঠাতে হবে। ত্রুটিযুক্ত আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।
০২। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৩। খামের উপর আবেদনকৃত পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
০৪। চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।
০৫। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগকারী প্রার্থীকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে। ধূমপান ও নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৬। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।
০৭। আবেদনপত্র আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ সন্ধ্যা ৭:০০ টার মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।
০৮। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিটি www.cccul.com ওয়েব সাইটে পাওয়া যাবে।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া
সেক্রেটারী, দি সিসিসি ইউ লিঃ, ঢাকা।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা
রেভাঃ ফাদার চার্লস জে. ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা - ১২১৫।

বিজ্ঞ/৩৮/২২

ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন
FR. CHARLES J. YOUNG FOUNDATION
স্থাপিত ঃ ১৭ আগস্ট, ২০১৯, Estd. 17 August, 2019, Reg. No: S-13463/2020

Ref.#FCJYF/Sec/2022/1/59 Date: 24 January, 2022

JOB OPPORTUNITY

Fr. Charles J Young Foundation is looking for energetic & self-motivated professional as mentioned below:

Position: Admin & Finance Officer

Key Job Responsibilities:

- Ensure smooth implementation of overall Admin & finance task of the Foundation
- Ensure proper communication channel
- Ensure Proper asset management, tracking and numbering
- Ensure maintaining human resources records, filling, appraisals etc.
- Ensure vouchering, recording and filling
- Keep close contact with the Treasurer of the Foundation, Finance and HR

Educational Requirements:

- Minimum Bachelor's degree in Accounting from any recognized University.

Additional Requirements:

- Age maximum 35 years
- Minimum 03 years' experiences in this specific job; NGO experience is preferred
- Clear Understanding on project financial management & accounting
- Good knowledge and skills in forecasting and budgeting
- Ability to work under stressful condition and adaptive to local culture and situation
- Good command in Bangla and English Project Proposal writing
- Excellent proficiency in MS-Word, Excel and MS-Project
- Work well in team oriented environment and have good people's skill

Salary : Negotiable / **Compensation & Other Benefits:** As per organization policy
Time of Deployment: Immediate
Workstation : Fr. Charles J Young Foundation located in Dhaka
Employment Status : Full-time

Application Procedure: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter and send to the following address by **05thFebruary, 2022.**

The position applied for shouldbe written on top right corner of envelop.

The Executive Director
Fr. Charles J Young Foundation
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: +8801321169700

Dominic Ranjan Purufication
Executive Director

ফাঃ চার্লস জে. ইয়াং ফাউন্ডেশন
FR. CHARLES J. YOUNG FOUNDATION
স্থাপিত ঃ ১৭ আগস্ট, ২০১৯, Estd. 17 August, 2019, Reg. No: S-13463/2020

Ref.#FCJYF/Sec/2022/1/58

JOB OPPORTUNITY

Date: 24 January, 2022

Fr. Charles J Young Foundation is looking for energetic & self-motivated students for conducting a baseline survey for the foundation as mentioned below:

Position:Enumerator / Employment Tenure: 90 days

Requisites:

- Minimum educational qualification: HSC
- Age range: 18- 30 years.
- Sex: Male / Female.
- To be locally hired from survey areas (Bhawal area, Atharogram area and Dhaka central area)
- Have previous experience in data collection using mobile device.
- Committed to serve data collection in remote areas.
- Committed to stay at local areas during survey training and filed data collection.

Remuneration: BDT 600/- per day

Position:Supervisor / Employment Tenure: 90 days

Requisites:

- Minimum educational qualification: Bachelor's Degree
- Age range: 25 - 35 years.
- Sex: Male / Female.
- To be locally hired from survey areas (Bhawal area, Atharogram area and Dhaka central area).
- Have previous experience in field supervision & data collection.
- Able to help & support to enumerator to collect data using mobile device.
- Able to use Android Applications.
- Committed to help data enumerator at any situation.
- Committed to work in remote areas beyond time.
- Committed to stay at local areas during survey training and filed data collection.

Remuneration: BDT 800/- per day
Time of Deployment: Immediate for both positions

Application Procedures: Qualified candidates are requested to send their completed CV along with a forwarding letter and send to the following address by **05th February, 2022.**

The position applied for should be written on top right corner of envelop.

The Executive Director
Fr. Charles J Young Foundation
Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: +8801321169700

Dominic Ranjan Purufication
Executive Director

বিজ্ঞ/৩৬/২২

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

মায়ের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে মায়ের সাথে সন্তানদের ভক্তিপূর্ণ কথোপকথন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত বাসন্তী বার্নাভেট রোজারিও

জন্ম: ৪ মে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

হাড়িখোলা, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

প্রিয় মা,

দেখতে দেখতে ৩৬৫ দিন পার করে, আমরা সবাই আবার সেই দিনটিতে উপস্থিত যে দিনে তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে পার্থিব পৃথিবীর সকল বন্ধন ছিন্ন করে স্বর্গীয় পিতার কূলে আশ্রয় নিয়েছিলে।

জানো মা, তুমি চলে যাওয়ায় সবকিছু কেমন জানি উলট-পালট হয়ে গেছে, সবকিছু আগের মত মনে হলেও কোথাও যেন তোমার অনুপস্থিতি বার বার করে আমাদের জানান দেয়: একটা গভীর মমতা আর ভালোবাসা নিয়ে তোমার দু'বাহু বন্ধনে তুমি আমাদের একটি মাথার মত আবদ্ধ করে রেখেছিলে। তোমার অভাব পূরণ হবার মত নয়।

জানো মা, তোমার সখের বাগান, ডাইনিং টেবিলের সেই চেয়ার, প্রার্থনার মালার বক্স, কিচেনের রান্নার জিনিসপত্র সবকিছু আগের মতই আছে। কিন্তু আমাদের কাছে যেন বড় বেশী অপরিচিত মনে হয়। কিছুই যেন খুঁজে পাই না। বাবা, তোমার সখের বাগান করে ঠিকই কিন্তু আগের মত আর আনন্দ খুঁজে পায় না। বাগানের গাছগুলো সবুজ লতা ছাড়ে ঠিকই কিন্তু আগের মত বাগানে ধুল খায় না কেন এমন হয়? কেবলই তোমাকে খুঁজে বেড়ায় তোমার অভাব যেন সব জায়গা জুড়ে।

প্রতিটি ক্ষণে, তোমার স্মৃতিগুলো যেন জানান দিয়ে যায়- কতটা গভীরে ছিলো আমাদের ক্লান্তিহীন ভালোবাসাগুলো। অনেক সময় অজান্তে চোখ থেকে গরম জল গড়িয়ে পড়ে। সন্তানদের কাছে আড়াল করার চেষ্ট করি। আবার নিত্য দিনের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে উঠি।

বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি স্বর্গ থেকে সব সময় তুমি আমাদেরকে আশীর্বাদ করছ।

পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত বিশ্রাম দান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে –

স্বামী, ছেলে-মেয়ে, মেয়ে-মেয়ে জামাই, নাতি-নাতনীরা

বিজ্ঞ/৩১/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 04
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০৪
Regd. No. DA-33
❖ 30 January - 5 February, 2022, ১৬ - ২২ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত আগ্নেশ ডি'কস্তা
জন্ম: ১৪ এপ্রিল, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
হারবাইদ, গাজীপুর।

পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি তোমার সাজানো সংসার, সন্তান, পরিজন অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেছো না ফেরার দেশে।

আমাদের মা আগ্নেশ ডি'কস্তা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৪ এপ্রিল তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর বান্দাখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত পেদ্রু কস্তা ও মাতা আনেতা ছেড়াও। তারা ছিলেন দুই ভাই ও তিন বোন। হাইস্কুলে পড়াকালীন সময়ে তিনি মাত্র ১৪ বছর ৭ মাস বয়সে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন মাউছাইদ ধর্মপল্লীর হারবাইদ গ্রামে যোসেফ ডি'কস্তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিন ছেলে ও তিন কন্যা অর্থাৎ ছয় সন্তানের জননী। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্বামীসহ কানাডার টরেন্টোতে স্থায়ী নাগরিক হিসেবে সন্তানদের কাছে থাকতেন।

তার স্বামী গত ৩ বছর আগে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ৮৭ বছর বয়সে কানাডায় মৃত্যুবরণ করেছেন ও দেশে নিজ গ্রামে, নিজ মিশনে সমাধিস্থ হয়েছেন। তার ৬ সন্তানের মধ্যে ১ মেয়ে ও ১ ছেলে কানাডায় এবং ১ ছেলে ইংল্যান্ডে সপরিবারে বসবাস করছে। আর বাকী ২ কন্যা ঢাকায় থাকেন। আমাদের স্নেহময়ী মায়ের এক ছেলে ড. ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি'কস্তা বর্তমানে গুলপুর মিশনের পাল-পুরোহিতের দায়িত্বে আছেন। মা গত ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ১৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশে বেড়াতে এসে আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশ মেডিক্যাল হাসপাতালে আইসিইউতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার স্বামীসহ অত্যন্ত বর্ণাঢ্য জীবন যাপন করেছেন।

আমার মায়ের দু'টি অমূল্য উপদেশ –

** এমন কোন কাজ করবে না, যার দ্বারা পিতা-মাতার অসম্মান হবে। * যে কোন বিপদে-আপদে মা মারীয়া ও সাধু আন্তনীর কাছে প্রার্থনা করবে।*

স্বামীর চাকুরির সুবাদে ১৪ বছর চট্টগ্রামের কাপ্তাইয়ে বাস করেছেন। পরবর্তীতে ঢাকায় এবং শেষ জীবনে জ্যেষ্ঠ্য সন্তানদ্বয়ের কাছে কানাডার টরেন্টোতে বসবাস করেছেন। তিনি ইন্ডিয়া, ইংল্যান্ডের নানা স্থানে, ইটালির রোম, বলোনিয়া, পাদুয়া, কানাডার টরেন্টো, মন্ট্রিয়েলসহ নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেছেন। অত্যন্ত প্রার্থনাপূর্ণ জীবন ছিল তার।

তিনি নিজ মিশনের ও গ্রামের আজীবন কুমারী মারীয়ার সেনাসংঘের একজন ভগ্নি ছিলেন। যেখানেই যেতেন সেখানেই ঈশ্বরের বাণী প্রচারে তার চেষ্টা অব্যাহত ছিল এবং পরিবারে সান্ধ্যকালীন মালাপ্রার্থনা করতে সকলকে উৎসাহিত করতেন। অত্যন্ত গুণী, সুন্দরী এই সফল মা আজ আর আমাদের মাঝে নেই। ৭৭ বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরই ইচ্ছানুসারে নিজ গ্রামে, নিজ মিশনে স্বামীর পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। ঈশ্বর তাকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

তাঁর অসুস্থতায়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, শেষ খ্রিস্টযাগে, সমাধির সময় ও পরবর্তী রিচুয়ালগুলো পালনে যারা সর্বদা পাশে থেকেছেন, সান্ত্বনা দিয়েছেন তাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ, ফাদার, সিস্টার, ব্রাদার, সকল গ্রামবাসী, মিশনবাসী, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ

আপনারা সকলে আমাদের মায়ের জন্য প্রার্থনা করবেন।

আমাদের পরিবারের ছবি

ধন্যবাদান্তে

লিও লরেন্স ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা)
লিলি এলিজাবেথ কস্তা ও পরিবার (কানাডা)
লিপি হেলেন কস্তা ও পরিবার (ঢাকা)
ড. ফাদার লিন্টু ডি'কস্তা
লাকী মনিকা কস্তা ও পরিবার (ঢাকা)
লিটন চার্লস ডি'কস্তা ও পরিবার (ইংল্যান্ড)

বিজ্ঞ/৩০/২০২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org